CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 October 2021 ■ আগরতলা ১১ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ২৫ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পঞ্চমীর রাতে রাজধানী আগরতলা শহরের পুজা মন্ডপে দর্শনার্থীদের ভীড়। ছবি নিজস্ব।

এবার পূজায় শহর ছাপিয়ে শীর্ষে গ্রাম ত্রিপুরা

কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তৎপর পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। আগামী ১২ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে দুর্গা পূজা। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও দুর্গা পূজায় বিধি-নিষেধ জারি করেছে রাজ্যের আরক্ষা দপ্তর। এ বছর দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২১৭৬ টি। এর মধ্যে শহরে পূজা ৮৬৫ টি।

গ্রাম অঞ্চলে পূজার সংখ্যা ১৩১১ টি। আগরতলা শহরতলি এলাকায় পুজো হবে ৫৫৪ টি। শান্তিপূর্ণভাবে পুজোর দিনগুলি সম্পূর্ণ করতে এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ৪২৪২ জন টি এস আর, ৩৪১৮ জন পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হবে। জনগণের সহায়তার জন্য আগরতলা শহরে ৫০ টি পুলিশ সহায়তা বুথ শহর, সারা রাজ্যে মোট ১৫৭ টি পুলিশ সহায়তা বুথ থাকবে। আগরতলায় ২৫ টি টাওয়ার সহ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৯৮ টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা হচ্ছে। এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে সিসি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। ৭৮ টি সিসিটিভি স্থাপন করা হবে। সরকার রেল স্টেশনগুলিতে পুজো দিনগুলির জন্য বিশেষ নিরাপত্তার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একই সাথে আটটি মেজর থানা এলাকায় সিআরপিএফ -এর মোট ৮ প্লাটুন মোতায়েন করা হয়েছে। সীমান্ত সিল করা এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা জওয়ানদের টহল জোরদার করার জন্য বিএসএফকে জানানো হয়েছে। আগরতলা শহরে প্রধান রাস্তা গুলিতে সন্ধ্যা ৬ টা থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত নো এন্টি আরোপ করা হয়েছে। ১২ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত নো এন্টি থাকবে। তবে আইজিএম এবং জিবি হাসপাতালের প্রধান রাস্তাগুলি জরুরি পরিষেবার জন্য খোলা রাখা হবে। পাশাপাশি চলবে সারা রাজ্যে চেকিং -এর বিশেষ ব্যবস্থা।

- মোট পূজা হচ্ছে ২১৭৬টি
- শহরে পূজা হচ্ছে ৮৬৫টি
- গ্রামে পূজা হচ্ছে ১৩১১টি
- আগরতলায় পূজা হচ্ছে ১৩১১টি
- মোট নিরাপত্তা কর্মী নিযুক্ত ৭৬৬০জন
- টিএসআর জওয়ান নিযুক্ত ৪২৪২জন
- পুলিশকর্মী নিযুক্ত ৩৪১৮জন
- মোট ওয়াচ টাওয়ার ২৫টি
- সিসিটিভি ৭৮টি

নাশকতা-বিরোধী চেক বাড়ানো হয়েছে এবং ডগ স্কোয়াড এবং বোম ডিটেকশন অ্যান্ড ডিসপোজাল স্কোয়াডের সেবা ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীকে যেকোনো প্রয়োজনে উপস্থিত থাকার জন্য প্রস্তুত রাখা হবে। পূজাকে শান্তিপূর্ণ ও আনন্দদায়ক করতে জনগণকে আবারও কোভিড নিয়ম এবং ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার অনুরোধ করা হচ্ছে।রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে একটি বুলিটিনের মাধ্যমে বিষয়টি রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে জানানো হয়েছে।

দিল্লীতে উৎসবের মরসুমে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা জারি হাই অ্যালার্ট

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি.স) : বোধনের আগেই দেশের রাজধানী জুড়ে বেড়েছে পুলিশি ততপরতা। উতসবের মরসুমে দিল্লিতে সন্ত্রাসী হামলার সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার এমন তথ্য হাতে আসার পরেই গোটা রাজধানী জুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি করেছে প্রশাসন। রবিবার সকালেও পুলিশি ততপরতার একই চিত্র ধরা পড়েছে।

নিরাপত্তা - ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করতে উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন দিল্লি পুলিশ কমিশনার রাকেশ আস্তানা। দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, স্থানীয় বাসিন্দাদের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে কীভাবে সন্ত্রাসী হামলা প্রতিহত করা যায় তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করেছেন পুলিশ কমিশনার।

নবরাত্রি ও দুর্গাপুজোর জন্য এখন উতসবের মরসুম দেশের রাজধানী জুড়ে। কোভিড-১৯ সতর্কতা মেনে উতসব পালনের জন্য প্রস্তুত দিল্লিবাসী। এমন অবস্থায় সন্ত্রাসী হামলার তথ্য হাতে আসার নড়েচড়ে বসেছে দিল্লি পুলিশ। গোয়েন্দাদের অনুমান সন্ত্রাসী হামলার চালানোর জন্য পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই পরিকল্পনা করে রেখেছে। তবে সম্ভাবনা থাকলেও স্থানীয়দের সাহায্য ছাড়া রাজধানীর বুকে সন্ত্রাসীদের হামলা চালানো সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার। শনিবার রাত থেকেই রাজধানীর প্রতিটি সাইবার কাফে, রাসায়নিকের দোকান, গাড়ি পার্কিং স্পেস এবং পেট্রোল ট্যাংকার গুলিতে তল্লাশি শুরু করে দিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

শিক্ষক কর্মচারিরাই সরকারের মূল চালিকা শক্তি, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। নাগরিক পরিষেবা প্রদানে কাজের প্রতি কর্মচারিদের দায়বদ্ধতা ও কর্মনিষ্ঠা প্রশংসনীয়। আর্থিক সঙ্গতির সাথে সাজুয্য রেখে কর্মচারিদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সরকারের সদর্থক বিবেচনায় রয়েছে। আজ বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুল মাঠে বিবেকানন্দ বিচারমঞ্চ আয়োজিত রাজ্য সরকারের সরকারি কর্মচারিদের স্বার্থে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের জন্য আয়োজিত এক ধন্যবাদ সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহ প্রাথমিক পরিষেবা প্রদানের সাথে যুক্ত কর্মীরাই নাগরিক পরিষেবা প্রদানের মূল ভিত। সরকারি কর্মচারিদের মাধ্যমে জনকল্যাণে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সঠিকভাবে রূপায়িত হয়। শিক্ষক কর্মচারিরাই সরকারের মূল চালিকা শক্তি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কর্মচারিদের মিছিল, মিটিংয়ে ব্যস্ত রেখে সরকারি কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার বদলে সুস্থ কর্মসংস্কৃতি তৈরিতে গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। সমস্ত অংশের কর্মচারিদের মধ্যে তৈরি হয়েছে ইতিবাচক কাজের মানসিকতা। অন্যের সমালোচনা করার বদলে নিষ্ঠার সাথে নিজের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব প্রতিপালনে সবার প্রতি আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি, হোমগার্ড, বিজ্ঞান শিক্ষক, সমগ্র শিক্ষার সাথে যুক্ত শিক্ষক কর্মচারিদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। এডহক পদোন্নতির মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কর্মচারিদের দীর্ঘদিন যাবৎ আটকে থাকা পদোন্নতির বিষয়টির ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। কোভিড পরিস্থিতিতে কর্মচারিদের ন্যায্য বেতন প্রদানের পাশাপাশি ৩ শতাংশ ডিএ প্রদান করা হয়েছে। ৫০ বছরের উর্দ্ধে প্রয়াত কর্মচারি পরিবারকে অবসরের বয়স পর্যন্ত বেতন প্রদানের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিনকে হুঁশিয়ারি সেনাপ্রধানের

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি.স) : পূর্ব লাদাখের কাছে প্রকৃত সীমান্ত রেখা থেকে সেনা সরানো নিয়ে চিনের সঙ্গে ভারতের ঠোকাঠুকি লেগেই রয়েছে। ভারতের তরফ থেকে বার বার উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেনা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও রকম ইচ্ছে বা উদ্যোগ দেখায়নি বেজিং। ফলে এবার কড়া অবস্থান নিচ্ছে ভারতও। ভারতীয় সেনাপ্রধান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চলন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে বাতাসের আমেজ নিতে গিয়ে অকালে নিভল রতনের জীবনদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। বাবার সঙ্গে আর পুজো দেখা হলো না বছর বার এর সত্যজিতের। হৃদয়ে অনেক আশা নিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনছিল সে কখন শিলচর থেকে নতুন জামা নিয়ে বাড়ি আসবে বাবা। কিন্তু কে জানতো শিলচর যাত্রাই ছিল তার বাবার শেষ যাত্রা, কে জানতো ১২ বছরের শিশু সত্যজিৎকে আর কোন দিন তার বাবা নাম ধরে ডাকবেনা।

আর সত্যজিৎও কোন দিন তার বাবাকে আর ডাকতে পারবেনা। মাত্র ক্ষনিকের দমকা হাওয়ায় অবুঝ বয়সেই ভেঙে খানখান হয়ে গেল সত্যজিতের সমস্ত আশা, আকাঙ্খা ও স্বপ্ন। অভিশপ্ত সেই শুক্রবার রাতে ট্রেন এলো কিন্তু আর বাড়ি ফিরে এলো না সত্যজিতের বাবা।

শুক্রবার রাতে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হলো তার বাবার। নিহতের নাম রতন দে, পিতা মৃত নির্মল দে, বাড়ি মনুবাজার থানাধীন সিন্দুক পাথর এডিসি ভিলেজের দক্ষিণ পাড়ায়। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার রাত সোয়া আটটা নাগাদ সাব্রুম গামী ট্রেন থেকে কলাছড়া - মনুবাজার স্টেশনের মাঝামাঝি নবগ্রাম পঞ্চায়েতের নিমচান্দ পাড়ায়। ঘটনার বিবরনে জানাযায় নিহত যুবক শিলচর থেকে চিকিৎসা করে রাতের ট্রেনে বাড়ি আসছিল। ট্রেনটি কলাছড়া স্টেশনে পৌছলে নিহত যুবক ট্রেনের দড়জায় গিয়ে দাড়ায়, কিছুক্ষণ পর অন্য যাত্রীরা লক্ষ করেন যুবটি চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গেছে। এরপর বিষয়টি জানাজানি হলে শুরু হয় খোজাখুজি।

এরমধ্যে আহত যুবককে উদ্ধার করে নিমচান্দ পাড়ার স্থানীয় মানুষ। খবর পেয়ে ছুটে যায় মনুবাজার অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা।এবং তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে মনুবাজার গ্রামীণ হাসপাতালে। কিন্তু আহত যুবকের শারীরিক অবস্থা আশংকা জনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে রাতেই গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করে। সেখানে নিয়ে গেলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষনা করে। রাতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে নেশা বিরোধী অভিযানে পুলিশের সাফল্য, গ্রেপ্তার চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। লেফুঙ্গা থানা এলাকায় পৃথক দুটি স্থানে গাজা বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেল পুলিশ। লেফুঙ্গার ইয়াসিকা এলাকায় প্রায় ৭০০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করে পুলিশ। অন্যদিকে বামুটিয়াথ কালিবাজার সংলগ্ন বেড়ীমুড়া এলাকায় স্বপন দাসের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত স্বপন দাসকে।

লেফুঙ্গা থানার অন্তর্গত লেফুঙ্গা বাজারসংলগ্ন ইয়াছিকা গ্রামের বড় অঞ্চল জুড়ে চাষ হচ্ছিল গাঁজা। গোপন খবরের ভিত্তিতে হানা দেয় পুলিশ। সিআরপিএফ, টিএসআর এবং পুলিশ যৌথভাবে গাঁজা বিরোধী অভিযান চালায়। নেতৃত্বে ছিলেন মোহনপুরে এসডিপিও ডক্টর কমল বিকাশ মজুমদার, লেফুঙ্গা থানার ওসি কৃতী জয় রিয়াং। এই অভিযানে প্রায় ৭০০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয় বলে জানান এসডিপিও। অন্যদিকে বামুটিয়া কালি বাজার সংলগ্ন বেড়ীমুড়া এলাকার স্বপন দাস-এর বাড়িতে গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালায় পুলিশ। তার বাড়ি থেকে মোট ১০ প্যাকেট শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

যাতে ১০০ কিলো গাঁজার রয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার বাজারমূল্য প্রায় দু লক্ষ টাকা বলে জানান এসডিপিও ডঃ কমল বিকাশ মজুমদার। এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে বাড়ি মালেক স্বপন দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

এদিকে, আবারো কল্যাণপুর পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযান গিয়ে বিরাট সাফল্য। গত কিছুদিন ধরেই কল্যাণপুর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শত্রুতার জেরে নষ্ট করা হল ক্ষেতের ফসল, চাষীর অভিযোগে ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। পূর্ব শত্রুতার জেরে কৃষকের উৎপাদিত ফসল কেটে নষ্ট করল দুষ্কৃতীরা। ঘটনা বামুটিয়ার নোয়াগাঁও এলাকার ব্রাহ্মণ পুষ্করিণী এলাকায়। কৃষক শান্তি নমঃ জানান এই ঘটনায় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।কিছুদিন আগে নোয়াগাঁও এলাকায় প্রতিমা নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে কালাপানিয়া নোয়াগাঁও এবং ব্রাহ্মণ পুষ্করনী এলাকা মানুষের মধ্যে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ ঘটে ছিল। যদিও পরবর্তী সময়ে বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা হয়।

কিন্তু বৃহস্পতিবার কালাপানিয়ার নিবাসী শান্তি নমঃ র ছিম ক্ষেত কেটে নষ্ট করে দেয় দুষ্কৃতীরা। প্রায় দেড় কানি জমিতে এই ফসল। সবেমাত্র ফুল আসা শুরু হয়েছিল। এই জমিতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বলে জানান শান্তি নমঃ। পাঁচজনের পরিবারে সারা বছরের আয়ের উৎস এই ফসল। প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা উৎপাদিত ফসল বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দুষ্কৃতীদের আক্রমণে গোটা পরিবার আজ না খেয়ে মরার উপক্রম বলে জানান কৃষক শান্তি নমঃ। এ বিষয়ে লেফুঙ্গা থানাধীন লেম্বুছড়া আউটপোস্ট অভিযোগ দায়ের করে শান্তি নমঃ। এলাকার মানুষ কথা বলেন এসডিপিও ডঃ কমলবিকাশ মজুমদারের সাথে। ইতিমধ্যে এক জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। মোট চার জনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তরা হলো খোকন সরকার, কৃষ্ণধন নমঃ, ববি গোয়ালা, ও মরণ দেবনাথ। স্থানীয়দের দাবি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অতিসত্বর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিলেন বৃষ্টি উধাও পঞ্চমীতেই জনঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। পঞ্চমীর রাতেই রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন পুজা প্যান্ডেলে দর্শনার্থীদের ভীড় লক্ষ করা গিয়েছে। রাজপথে রীতিমতো জনঢল নামে। গত কদিন ধরে দফায় দফায় বৃষ্টি হয়েছে। আজ রবিবার অবশ্য বৃষ্টি না হওয়ায় সন্ধ্যাতেই রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন শপিং মলে ভীড় দেখা গিয়েছে। মূলত যারা কেনাকাটা করতে এসেছেন শহরে তারা কেনাকাটা সেরে অনেকেই মন্ডপে ঘুরে গিয়েছেন।

শহরের একসময়ে বিগ বাজেটে যেসব প্যান্ডেল গড়া হত সেগুলিতে বড় মাপের প্যান্ডেল না থাকলেও আলোকসজ্জার খামতি ছিল না। মোটের উপর ভিলেন বৃষ্টি উধাও হয়ে যাওয়াতে পঞ্চমীতেই জনঢল নেমেছে রাজধানীতে। এদিন রাজধানী আগরতলা শহরে ক্রেতা বিক্রেতার ভীড় নজরে এসেছে। শেষবেলায় জমে উঠেছে বিকিকিনি। মহকুমা ও জেলা শহরগুলিতেও বিকিকিনি জমে উঠেছে। একই সাথে প্রশাসনের তরফ থেকেও কঠোর নজরদারী রাখা হচ্ছে।

এদিকে, দুর্গাপূজা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে কোভিড বিধি মেনে শারদীয় উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে খোয়াই মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে মহকুমা শাসকের পৌরহিত্যে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে খোয়াই মহকুমা শাসক অসিত কুমার দাস আসন্ন দুর্গাপূজা সরকারের দেওয়া বিধি গুলি তুলে ধরেন। বিধি গুলি মেনে অনুযায়ী প্রত্যেকটি ক্লাব ও সংস্থাকে পূজা অনুমতি নিয়ে শারদ উৎসব সম্পন্ন করার জন্য।

খোয়াই মহকুমা শাসক অসিত কুমার দাস সাংবাদিক সম্মেলন করেন। খোয়াই জেলা শাসকের নির্দেশে জেলার দুই মহকুমা শাসকে সাংবাদিক সম্মেলন করার নির্দেশ দেন। সাংবাদিক সম্মেলনে মহকুমা শাসক অসিত কুমার দাস জানান, রাজ্য রেভিনিউ দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে গত ২৯শে সেপ্টেম্বর খোয়াই মহকুমার সমস্ত ক্লাব ও এনজিওদের নিয়ে স্থানীয় টাউন হলে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে সরকারি নিয়ম নীতি নির্দেশিকা নিয়ে। বৈঠকের পরে খোয়াই জেলা শাসকের নির্দেশ অনুসারে সংবাদ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে জনগণকে সরকারি নির্দেশিকাগুলি অবহিত করার জন্য। আরও যে সব নীতিনির্দেশ জারি করা হয়েছে, সেগুলি হল- ক্লাব, সামাজিক সংস্থা ও বাড়িঘরের পুজো গুলি সরকারের অনুমতি নিয়ে করতে হবে।পূজা মণ্ডপগুলির সব দিক খোলা রাখতে হবে। যাতে শারীরিক দূরত্ববিধি মেনে চলা যায় তার জন্য মণ্ডপের ভিতরে যথেষ্ট জায়গা রাখতে হবে। মণ্ডপে ঢোকার পথ ও বেরোনোর পথ আলাদা করতে হবে।প্রতিটি মণ্ডপের প্রবেশফটক স্যানিটাইজার ও মাস্ক রাখতে হবে। যাঁরা মাস্ক পরবেন তাঁদেরই শুধু মণ্ডপে প্রবেশাধিকার থাকবে।কোনো মেলা বা বাজার বসানো যাবে না।পুজোর সঙ্গে জড়িত পূজারি-সহ সকলকে পঞ্চমীর দিন কোভিড ১৯ পরীক্ষা করাতে হবে। এই পরীক্ষা দশমীর পর আবার হবে। প্রতিদিন মণ্ডপ গুলি সেনিটাইজার করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে সদ্যোজাত শিশু উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ অক্টোবর।। শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত বেতাগা বিকর্ন বৈদ্য পাড়া থেকে উদ্ধার এক সদ্যজাত শিশু। ঘটনার বিবরনে জানাযায় রবিবার সকালবেলা শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বেতাগা বিকর্ন বৈদ্য পাড়ায় রাস্তার পাশে এক সদ্যজাত কন্যা শিশুসন্তানকে পরেথাকতে দেখে এলাকাবাসী।

তৎক্ষনাৎ এলাকাবাসী সদ্যজাত শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসাপাতলে প্রেরন করে। সদ্যজাত শিশুকে রাস্তার পাশে পাওয়ার কথা জানতেপেরে বিলোনিয়া থেকে চাইল্ড লাইনের কর্মিবৃন্দরা শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে ছুটে আসে। এই বিষয়ে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা সংবাদমাধ্যমের সম্মুখিন হয়েজানান উনারা অনুমানকরছে শিশুটিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ১০ ◻ ১১ অক্টোবর ২০২১ ইং ◻ ২৫ আশ্বিন ◻ সোমবার ◻ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

কর্মসংস্থানের পথ

বর্তমান দেশ ও সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা সকলের কাছেই চ্যালেঞ্জের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক সভ্য সমাজে শিক্ষার বিকল্প নাই। শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ ও সমাজ উন্নত হইতে পারে না। কর্মমুখী শিক্ষাই কর্মসংস্থানের একমাত্র পথ। কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ না করিলে কাজ খুজিয়া পাওয়া খুবই কষ্টকর। সে কারণেই কর্মমুখী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। প্রতিযোগিতার বাজারে কর্মমুখী শিক্ষা ছাড়া বিকল্প কোন পথ খোলা নাই।স্বাধীনতার পর পচাত্তর বছর পার হইলো। চারপাশে যে সংকীর্ণতার কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহার মূলে ক্রমবর্ধমান অশিক্ষা। আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না।

আমাদের হতভাগ্য দেশে ”কারারুদ্ধ” পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ায় গলদ রহিয়াছে। তাহাতে ”সত্য ও প্রাণের জিনিস” নাই।স্বাধীন পাঠের অবকাশ নাই। শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে।” নতুন ভারত গড়া, গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ জাগ্রত করা, ভারতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মূল্যবোধ নির্মাণ, জ্ঞানের প্রসারণ ও প্রজ্ঞার অনুসন্ধান, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার, নারীশিক্ষা ইত্যাদির কথা বলা হইয়াছিল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়।

শিক্ষায় নেতৃত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়: বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনার দায়িত্ব আচার্য, উপাচার্য, সেনেট, সিন্ডিকেট ইত্যাদির ঊর্ধ্বে দেওয়া হয় রাজ্য সরকারগুলিকে। সেই পথে কালনাগিনী প্রবেশ করিল। সংকীর্ণ রাজনীতিই যে ধীরে ধীরে শিক্ষাঙ্গনকে ক্রমশ কলুষিত করিবে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ইউফোরিয়ায় নেহরু এবং তাঁর সহযোগীরা তা অনুমান করিতে পারেন নি। পাঠক্রমে কৃষিকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হইলেও তা অলীক রূপকথা। শিক্ষার বিভাজনের সেই শুরু। বলা হয়, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সর্বভারতীয় ভাষা হবে হিন্দি, আঞ্চলিক ভাষাগুলিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হইবে। শিক্ষকের মূল্য ও পদোন্নতির কথাও বলা হয়। বলা হয়, ছাত্রকল্যাণের কথা। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার নিবিড় সম্পর্কের কথা বলা হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়ার কমিশন এই সুপারিশগুলিকে নতুন করিয়া যাচাই করিয়া স্ট্রিম নির্বাচনের পরামর্শ দেয়। কমিশনের মতে, ”সুষম-ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ” সৃষ্টি করা শিক্ষার লক্ষ্য। ১৯৬৪ সালে ডি এস কোঠারির নেতৃত্বে যে কমিশন গঠিত হয়, এবং দু”বছর পর রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়, তার সদস্যদের মধ্যে ইংল্যান্ডের এইচ এল এলভিন, আমেরিকার আর রেভেল, সোভিয়েত ইউনিয়নের শুমভস্কি প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ ছাড়াও ছিলেন ত্রিগুণা সেন, জে পি নায়কের মতো বিদ্বানরা।

তাঁহারা কয়েকটি বাস্তব সমস্যা লক্ষ করেন।যেমন বেকারত্ব, জাতীয় সংহতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি। মনে করিয়ে দেওয়া হয়, ক্লাসঘরেই তো দেশের ভবিষ্যতের কাঠামো তৈরি হইবে। শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্যবোধের কথাও বলা হয়। কথাগুলো ঠিক। তবে কেন হ য ব র ল-র কাক্কেশ্বর কুচকুচের মতো সাত দু”গুণে চোদ্দর চার, হাতে রইল পেনসিল? তবে কেন বিদ্যায়তনগুলিতে এত বিভ্রান্তি ও হতাশা? যেটা অনুধাবন করা হয়নি, সেটা হইল বহুভাষিক, বহুবিভাজিত, বহু অর্থনৈতিক শ্রেণির উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, শূন্যবিত্ত, জটিল জাতপাতের দেশে কাজটি সুকঠিন। বারবার শিক্ষার কাঠামো বদলে ম্যাট্রিক, স্কুল ফাইনাল, এগারো বছরের উচ্চমাধ্যমিক, পরে মাধ্যমিক ও বারো ক্লাসের উচ্চমাধ্যমিক, দু”টি এবং পরে তিনটি ভাগে বিভক্ত স্নাতকতা, পরে সেমিস্টার পরীক্ষা শুধু থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। বার্ষিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে ভারতে যে সব উজ্জ্বল রত্ন তৈরি হইয়াছিল, পরে ষাণ্মাসিক পদ্ধতিতে কি তাহার চেয়ে বেশি হইল?বিদেশে আঙুলে গোনা ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে যে সেমিস্টার সিস্টেম সম্ভব, এ দেশে কোটি কোটি ছাত্রের ওপর তা চাপাইয়া দেওয়া হইলে তাহা কি অযৌক্তিকতার পরাকাষ্ঠা নয়? এতে ”লেখাপড়ার কালোবাজার” স্ফীত হওয়া ছাড়া বিদ্যার বিকাশে কাহিরও লাভ হইবে না। জাতীয় চরিত্র নিয়া যে কোনও সাধারণীকরণই ভ্রমাত্মক। দেশ স্বাধীন হইবার পর উচ্চশিক্ষায় প্রচুর অর্থবিনিয়োগ হয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণির উচ্চাশা মিটাইতে। বিনিয়োগের কর্তা নেতাবাবুরা। তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা খুব প্রবল নয়। আর স্বাধীন ভারতে হাত-কচলানো সংস্কৃতি স্থায়ী আসন গড়িয়া নিয়াছে। এই ব্যাপারে যাহার যত পটুত্ব তাহার ততই পোয়াবারো। বলিতে দ্বিধা নাই যে, শিক্ষাব্যবস্থার মুখ থুবড়ে পড়িবার অন্যতম প্রধান কারণ হইল শিক্ষকের অবমূল্যায়ন। ছেলে মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে সরকারকে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। শিক্ষানুরাগীদের চিন্তাভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাইয়া শিক্ষাব্যবস্থা গৃহীত হইবে কর্মমুখী শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ রোজগারের পথ নিশ্চিত করিবে।

পুলিশের গাড়িতে হাসপাতাল ছাড়লেন আরজি করের অধ্যক্ষ

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি.স) : পড়ুয়া ও ইন্টার্নদের বিক্ষোভের মাঝেই রবিবার ভোররাতে হাসপাতাল ছাড়লেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। বিক্ষোভের জেরে পুলিশের গাড়িতে চেপে তাঁকে হাসপাতাল ছাড়তে হয়। এখনও হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন পড়ুয়া ও ইন্টার্নরা। রবিবার ভোররাতে অধ্যক্ষের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আসেন দু”জন আরএমও। ঠিক সেই সময় নিজের ঘর থেকে বার হয়ে হাঁটতে শুরু করেন সন্দীপ। স্লোগান দিতে দিতে তাঁর পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করেন বিক্ষোভকারীরাও। বেশ কিছুটা হেঁটে যাওয়ার পরে একটি হলুদ ট্যাক্সিতে উঠে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন সন্দীপ। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা ট্যাক্সির উপর উঠে পড়ায় সেই চেষ্টা বিফলে যায়। অবশেষে পুলিশের গাড়িতে চেপে চলে যান অধ্যক্ষ।প্রসঙ্গত, শনিবার যখন পড়ুয়ারা কলেজের অধ্যক্ষের কাছে এ ব্যাপারে নালিশ জানাতে যান, তখন অধ্যক্ষ উল্টে তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। তার প্রতিবাদে পড়ুয়া ও ইন্টার্নরা মিলে অধ্যক্ষের ঘরের সামনে অনির্দিষ্ট কাল অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। কাজ বন্ধ করে তাতে যোগ দিয়েছেন কলেজের ইন্টার্নরাও। বিক্ষোভকারীদের দাবি, তাঁদের আন্দোলনে শামিল হয়েছেন পড়ুয়া-সহ ১৮৮ জন ইন্টার্ন। অধ্যক্ষ পদত্যাগ না করা পর্যন্ত অবস্থান চলবে বলে জানিয়েছেন পড়ুয়ারা।

চিংড়িঘাটায় বাইক থেকে ছিটকে পড়লেন যুবক, দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মাথা

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি.স) : চতুর্থীর রাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল কলকাতা। চিংড়িঘাটায় বাইক থেকে ছিটকে পড়লেন যুবক। দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে গেল তাঁর মাথা। যুবকের সঙ্গেই বাইকে ছিলেন এক তরুণীও। তাঁর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত দম্পতি ইন্দ্রজিৎ দে ও শুভ্রা নাথ দে বাঁশদ্রোণীর গড়িয়া নাথ পাড়ার বাসিন্দা। সায়েন্স সিটি থেকে চিংড়িঘাটার দিকে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনা ঘটে।

শনিবার রাতে এক যুবক ও তরুণী সায়েন্স সিটির দিক থেকে বাইকে চড়ে চিংড়িঘাটার দিকে যাচ্ছিলেন। রাত আড়াইটে নাগাদই ঘটল বিপত্তি। মেট্রোপলিটন লেনের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারায় বাইকটি। সজোরে ডিভাইডারে ধাক্কা মারেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে বাইক থেকে ছিটকে পড়েন ওই যুবক। তার ফলে শরীর থেকে সম্পূর্ণ মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাঁর। পুলিশ সূত্রে খবর, যুগলের মাথায় হেলমেট ছিল না, বাইকের গতি ছিল ঘণ্টায় দেড়শো কিলোমিটারের বেশি। বেপরোয়া গতির কারণেই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের। ওই যুবকের বাইকের পিছনের আসনে ছিলেন এক তরুণী। গুরুতর জখম হন তিনি। পুলিশই তাঁকে উদ্ধার করেন। স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ওই তরুণীকে। সেখানেই আপাতত ভর্তি করা হয় তাঁকে। পুলিশ ওই যুবকের দেহ এবং দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মাথাটি উদ্ধার করেছে। ওই যুবকের বাইকটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

‘কলাবউ’ কে এবং কেন?

কাঞ্চন বসু

দূর্গাপুজোর সময় গ্রামবাংলার কচিকাঁচাদের গলায়, ‘গণেশ দাদা পেটটি নাদা কপালে কেন সিঁদুর?/ কলাবউকে বিয়ে করেছ/ পায়ের তলায় ইঁদুর’---ছড়াটি শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু কলাবউ আদৌ শ্রীগণেশর বউ নয়। তথাপি এই ছড়াটি চলে আসছে। আসলে ‘কলাবউ’ হল ‘নবপত্রিকা’। নবপত্রিকা শব্দটির আক্ষরিক অর্থ নয়টি গাছের পাতা, কলা কচু, ধান,হলুদ ডালিম, বেল, অশোক জয়ন্তী এবং মানকচু—এই নয়টি গাছের পাতা দিয়ে তৈরি এবং কলাপাতা দিয়ে ঢাকা স্ত্রী মূর্তি। একটি সপত্র কলাগাছের সঙ্গে অপর আটটি সমূল সপত্র উদ্ভিদ একত্র করে একজোড়া বেল সহ শ্বেত অপরাজিতা লতা দিয়ে বেঁধে লালপেড়ে সাদা শাড়ি জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বধুর আকার দেওয়া হয়। নবপত্রিকার নয়টি উদ্ভিদ দেবীর নয়টি বিশেষ রূপের প্রতীক হিসাবে কল্পিত হয়। ১) কদলি বা রম্ভা বা কলাগাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ‘ব্রহ্মাণী, ২) কচুগাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কালিকা, ৩) ধানগাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী ৪) হরিদ্রা বা হলুদ গাছের আধিষ্ঠারী দেবী ‘উমা, ৫) দাড়িম্ব বা ডালিম গাছের আধিষ্ঠাত্রী দেবী রক্তদন্তিকা বিষ বা বেল গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শিবা ৭) অশোক গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শোকরহিতা, ৮) জয়ন্তী গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ‘কার্তিকী, ৯) মানকচু গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ‘চামুণ্ডা’। এই নয় দেবী একত্রে ‘নবপত্রিকাবাসীনী নবদুর্গা’ নামে ‘নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ নমঃ মন্ত্রী পূজিতা হন।

তাই ‘কলাবউ’ হল প্রকৃতপক্ষে গণেশেরই মা। গণেশের দুই বউয়ের নাম হল ‘ঋদ্ধি’ ও ‘সিদ্ধি’। দুর্গাপুজোর মহাসপ্তমীতে পুরোহিতরা নিকটস্থ নদীতে বা জলাশয়ে ‘নবপত্রিকা’ নিয়ে যান। পিছন পিছন বাজতে থাকে ঢাক, ওঠে শঙ্খ ও উলুধ্বনি। শাস্ত্র অনুযায়ী স্নাত নবপত্রিকাকে পরানো নতুন শাড়ি। পুজামণ্ডপে এনে তাকে গণেশের ডাইনে স্থাপন করা হয়। মণ্ডপে ‘নবপত্রিকা’ স্থাপনের মধ্য দিয়ে পুজোর মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ‘নবপত্রিকা’ পুজোমণ্ডপে প্রবেশের পর দর্পণ বা আয়নার দেবীদুর্গাকে মহাস্নান করানো হয়। এরপর পুজোর বাকি দিনগুলোতে ‘নবপত্রিকা’ প্রতিমাস্থ দেবদেবীর সঙ্গেই পূজিত হতে থাকে। নবপত্রিকা প্রবেশের পূর্বে পত্রিকার সম্মুখের দেবী চামুণ্ডা ছাড়া পত্রিকাস্থ অপর কোনও দেবীকে আলাদা করে আহ্বান ও পুজা করা হয় না।

দুর্গাপুজার সঙ্গে নবপত্রিকার পূজা কীভাবে এল? মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই পূজার বিধান নেই। দেবী ভাগবতে ‘নবদুর্গা’ আছেন ‘নবপত্রিকা’ নেই। কালিকা পুরাণে সপ্তমীতে ‘পত্রিকা’ পূজার নির্দেশ আছে কিন্তু ‘নবপত্রিকা’র পূজার নিয়ম নেই। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক ‘নবপত্রিকা’ পূজার উল্লেখ রয়েছে—‘বাঁধিলা পত্রিকা নববৃক্ষের বিলাস’।

বেশিরভাগ গবেষকের মতে, এই ‘নবপত্রিকা’ পূজা প্রকৃতপক্ষে শস্যাদেবীর পূজা। অধ্যাপক শশীভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন, ‘এই শস্যবধূকেই দেবী দুর্গার প্রতীক গ্রহণ করিয়ো প্রথমে পূজা করিতে হয়, তাহার কারণ শারদীয়া পূজা মূলে বোধহয় এই সশ্যদেবীরই পূজা। পরবর্তীকালের বিভিন্ন দুর্গাপূজার বিধিতে এই ‘নবপত্রিকা’র বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।.... এই সবই হইল পৌরাণিক দুর্গাদেবীর সহিত এই শস্যদেবীকে সর্বাংশে মিলাইয়া লইবার একটি সচেতন চেষ্টা। এই শস্যদেবী মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ, সুতরাং আমাদের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে আমাদের দুর্গাপূজার ভিতরে এখনও সেই আদি মাতা পৃথিবীর পূজা অনেকখানি মিলিয়া আছে। তবে অধ্যাপক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য দুর্গাপূজার সঙ্গে শস্যদেবীর পূজার অনুষঙ্গটি স্বীকার করলেও ‘শাকম্ভরী’ তত্ত্বটিকে নবপত্রিকার উৎসরূপে মানেন নি। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিও লিখেছেন, ‘বোধ হয় কোনও প্রদেশে শবরাদি জাতি নয়টি গাছের পাতা সম্মুখে রাখিয়া নবরাত্রি উৎসব করিত। তাহাদের নবপত্রী দুর্গা-প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত হইতেছে। বাঙালির কাছে দুর্গা একই সঙ্গে অসুরনাশিনী, শিবের ঘরণী, কৈলাশ ছেড়ে পিতৃগৃহে আসা কন্যা, কার্তিক, গণেশ এবং লক্ষ্মী, সরস্বতীর মা। গাঁজাডু স্বামীর ঘর করা সংস্কৃতে নেই। অসুরনাশিনী সেখানে লক্ষ্মীর মা এবং নারায়ণের শাশুড়িও নন। ‘গাজন’-এর জনউৎসবকে উৎখাত করতেই ‘ক্ষমতা’ সংস্কৃত পুরাণ এবং বালা লোককাহিনী মিলিয়ে শারদীয়া পুজোর আখ্যান তৈরি হয়। কিন্তু শরৎকালে পুজো হবে কীভাবে? আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীতে। ব্রাহ্মণ্যবাদ তখন ‘অকালবোধন’ শুরু করে। স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের আগে ‘অকালবোধন’-এর কথা জানা যায় না। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, লক্ষ্মী, কালী বা জগদ্ধাত্রী পুজোর কিন্তু দেবীর ঘুম ভাঙানো হয় না। তবে, দুর্গা ক্ষমতার পুজো, জগদ্ধাত্রীও তাই। বস্তুত দুর্গার তন্ত্রমন্ত্রে চার হাতে দেবী জগদ্ধাত্রী বধ করেন ‘করিণ্ডাসুর’কে। কালী বা চামুণ্ডাও অসুরকে ধ্বংস করেন। অসুরনাশই ক্ষমতায় একমাত্র কাম্য। তাই দেবীর বিভিন্ন রূপকে একত্রে নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা নামে ‘নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ নমঃ’ মন্ত্রে পুজিতা হন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

লখিমপুরে খেরিতে কৃষক হত্যা এবং অতঃপর

তপন গাঙ্গুলি

মাতৃপক্ষের সূচনায় মাতৃ আরাধনার শুরুর আগের দিনেই লখিমপুরের খেরিতে নিহত কৃষক পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার অপরাধে প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকে গ্রেফতার করল মোদির পুলিশ। মন্ত্রীর ছেলে কোথায়—এই প্রশ্ন শোনার পরে পরেই ১৪৪ ধারা অমান্য করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকে। লখিমপুর খেরিতে মন্ত্রীপুত্রের গাড়ির ধাক্কায় আন্দোলনরত কৃষকদের পিষে মেরে ফেলার ঘটনাতে মাতৃপক্ষের সূচনাতেই দেশজুড়ে কৃষক আন্দোলনের ধিকিধিকি আগুন দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ওই আগুনের তেজেই ধ্বংস হবে মোদিসাসুর সহ সকল ফ্যাসিবাদী অপশক্তির কেন্দ্রীয় চরিত্র সমূহ। উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে তিকুনিয়া এলাকায় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী অজয় মিশ্রর ছেলের গাড়ি পিষে দিয়েছে কৃষকদের। মন্ত্রীর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর জন্য জড়ো হযেছিলেন তাঁরা। সেই সময়ই গাড়িটি তাঁদের ওপর চড়াও হয়ে পিষে দেয়। এই ঘটনায় চারজন আন্দোলনরত কৃষক মারা গিয়েছেন। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। লখিমপুর খেরিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-রাষ্ট্রমন্ত্রীর গ্রাম পরিদর্শনে যাওয়ার কথা ছিল উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রীর। তাঁকে রিসিভ করতে এসেছিলেন বিজেপি নেতার ছেলে আশিস মিশ্র। তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কৃষকেরা। মন্ত্রীর ছেলে তখনই আন্দোলনরত কৃষক মারা যান। তারপর কৃষকেরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। লখিমপুরের বর্বরেচিত ঘটনার নিন্দা করে রাজনৈতিক মহল জানায় কৃষকদের প্রতি বিজেপি যা করছে তা মানবতাকে আহত করে।

কৃষকদের আমরা সব সময় নিঃস্বাথে ভাবে সমর্থন করব। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা এই ঘটনার তীব্র প্রবিাদ করে জানিয়েছেন কৃষক আন্দোলনের অংশ হিসেবে আজ উত্তরপ্রদেশের লখিমপুরের খেরিতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী অজয় মিশ্রকে, শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কৃষকরা। কিন্তু ওই সময়ই মন্ত্রীর কনভয়ে থাকা মন্ত্রীর ছেলে, কাকা এবং গুন্ডাদের গাড়ি সেমসয় অমানবিকভাবে কৃষকদের ওপর চালিয়ে দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতির অধীনে তদন্ত কমিশন গঠন করে ঘটনার নিরপক্ষে তদন্ত করে দোষীদের চরম শাস্তি দিতে হবে বলে দাবি করেছেন তাঁরা। তাঁরা জানান, এই অমানবিক গণহত্যা দেখেও যাঁরা চুপ করে থাকবেন, তাঁদের ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে। এই বলিদান ব্যর্থ হতে দেওয়া যায় না। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন। নিরীহ কৃষকদের খুনের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছেলের বিরুদ্ধে মামলা হওয়া উচিত। নারকীয় এই ঘটনার জন্য তাঁকে এখনই গ্রেফতার করা উচিত। এটা জাতীয় লজ্জা বলে তোপ দেগে বলা হয়েছে, আমাদের কৃষকদের এই দিনও দেখতে হচ্ছে। কৃষক ভাইদের পাশ দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করে, শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত পড়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কৃষকগণ। এআইকেএসসিসি সহ দেশের কৃষক সমাজ মনে করে লখিমপুরের ঘটনাটি বিজেপি আরএসএস এর পরিকল্পিত ছক। মন্দৌসরে বিজেপি শাসিত রাজ্যে কৃষকদের দাবী জানানোর লড়াইকে এভাবেই এরা ভেঙ্গে দিতে চেয়ে সেদিন প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছিল কৃষকদের। কিন্তু কৃষকদের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন সারা দেশ জুড়ে আরও প্রসরিত হয়েছে। মহারাষ্ট্রের খালি পায়ে হাঁটা কৃষকদের রক্ত ঝরা পা দেখে রাজধানী মুম্বাই সহ সমস্ত রাজ্যের জুতোর দোকান খুলে দিয়েছিল মহারাষ্ট্রে জুতো দোকানের মালিকরা। এই রক্তিম কৃষকযাত্রার ফলও টের পেয়েছিল ফ্যাসিস্ট ক্ষমতাবাদীগণ। তবুও চেতনা ফেরেনি। লখিমপুরের ঘটনা আবারও প্রমাণ করেছে ফ্যাসিবাদী বর্বরোচিত বিজেপি সরকারের কৃষক হত্যায় সারা দেশ জুড়ে শুধু কৃষকুল নয় গণতান্ত্রিক মানুষ আজ আরও বেশি করে রাস্তায় নামছেন। দেশের বৃহত্তম এই অংশের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পরিণতি কি হতে পারে দুর্বিনীতি শাসকদের তা উলব্ধিতে আসা উচিত। কিন্তু ক্ষমতাপিপাসার অন্ধ মোহ ছেড়ে এই ঘটনাবৃন্দ তাদের চোখ খুলে দিতে পারছে না। আসলে এই সরকারের প্রতিনিধিরা চৌরিচৌরার ঘটনা জানান না, সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত জানেন না, জানেন না মানুষের ক্ষমতায়ন কোন পর্যায়ে পৌঁছলে তা প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসনকেও টলিয়ে দিতে পারে। আর শাসকদলের এই না জানানর অহমিকাতেই বিপজ্জনক বাঁক নিতে চলেছে চলমান কৃষক আন্দোলন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

‘মানুষ কি একা, না কি সমষ্টিগত’?

গৌতম ঘোষ

খুব খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এত খারাপের মধ্যেও যখন সকালে খবরটা পেলাম, বিশ্বস করতে পারিনি। সকাল-সকাল একটা টেলিভিশন মিডয়া থেকে ফোন করে। কী বলব বুঝেই উঠতে পারেছিলাম না। সোহিনীকে (দাশগুপ্ত) ফোন করলাম। এই খবরটা আমি এখনও মেনে নিতে পারছি না। আমাদের পরিচয় তো আর অল্প কয়েক দিনের নয়। হিসাব করে ধেকতে গেলে প্রায় ৫০ বছর পরস্পরকে চিনি। সাতের দশখের গোড়া থেকে। ফোনে যোগাযোগটা ছিলই। এই অতিমারীর মধ্যে মাঝেমধ্যেই পরস্পরকে ফোন করতাম। এই তো কিছুদিন আগেও ফোন করে বলেছে, ‘ কী হবে বলো তো গৌতম? এখন একটা সময় যাচ্ছে। আমাদের সিনেমার কী হবে? হলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর কি খুলবে।’

‘দূরত্ব’ (১৯৭৮) থেকে শুরু তার যাত্রা। সেখান থেকে ‘উড়োজাহাজ’ (২০১৮) পর্যন্ত যেভাবে কাজ করে গিয়েছে ভাবাই যায় না। ‘উড়োজাহাজ’-এর সময় ডায়ালিসিস চলছিল। সে অবস্থায় কাজ শেষ করেছিল। সিনেমার প্রতি অদম্য ভালবাসা এবং দারুণ সাহস না থাকলে এটা কেউ করতে পারে না। ২০১৯-এ ‘নন্দন’-এ ফিল্মোৎসবে ‘উড়োজাহাজ’ এবং ‘রাগহির’ স্ক্রিনিং হল। আমরা পরস্পরের ছবি দেখলাম। এই তো মনে হয় যেন সেদিন। বুদ্ধদেব অসুস্থ ছিল, আমরা জানি। একটা বয়সের পরে কম-বেশি আমরা প্রত্যেকেই অসুস্থ। কিন্তু মানুষটা আছে আমি জানতাম। যত অসুস্থই হোক না কেন, একটা মানুষের থাকা এবং চলে যাওয়ার মধ্যে শূন্যতা তৈরি হয়ে যায়। আর সঙ্গে আমার যে স্মৃতি---দু’জনের মধ্যেকার যে দেওয়া-নেওয়া, সেটার একলা ভাগীদার হয়ে রয়ে গেলাম। নিজের অভিজ্ঞতা, স্মৃতির সবটুকু নিয়ে সে চলে গেল। ওর অংশের স্মৃতি বিলুপ্ত। তবেওর স্মৃতি রয়ে যাবে আমার মধ্যে।

আমাদের প্রথম আলাপ ‘আন্তর্জাতিক আঙ্গিক’ বলে একটি পত্রিকার সূত্রে। তখন কলকাতায় সময় খুব অস্থির। সেই সময়ে সিনেমা এবং সবকিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম। বুদ্ধদেব একটা তথ্যচিত্র করল ‘ঢোলের রাজা ক্ষীরোদ নট্ট’ (১৯৭৩, আমিও সবে তথ্যচিত্রে হাত দিয়েছি। ‘হাংরি অটম’ বেরিয়েছে। তখনও বড়পর্দার কাজ করিনি আমরা কেউই। আমার ছবি করার বছর তিনি-চার আগেও ছবি করল---‘দূরত্ব’। তারপর ‘নিম অন্নপূর্ণা’। তারপর আমিও ‘মা ভূমি’ ছবিটা বানাই। মানে, আমরা প্রায় একসঙ্গেই কাজ শুরু করেছিলাম। আমাদের সিনেমার যাত্রাপথ কাছাকাছি সময়ের। একসঙ্গে সিনেমা করতে করতে বেড়ে উঠেছি, বুড়ো হয়েছি। তারপর তো ‘গৃহযুদ্ধ’ (১৯৮২)-র সময় প্রায় জোর করেই আমাকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে ফেলল। একদিন বুদ্ধদেব এবং মমতাশঙ্কর এসে হাজির, আমাদের বাড়িতে। বুদ্ধিটা দেয় মমতাশঙ্কর। ও-ই বুদ্ধদেবকে বলেছিল, ‘দখল’-এ গৌতমদা দারুণ অভিনয় করেছিল। পারবে’। আর আমার তো বন্ধু ছিলাম। খুব বেশি ‘না’ বলতে পারিনি। আমার ‘না’ শোনোওনি। সেই কাজ করার সময় থেকেই মনে হযেছে বুদ্ধদেব এখটা স্টাইল খোঁজার চেষ্টা করছে। ওর প্রথম দিকের ছবি বাস্তবধমা হলেও পরের দিকের ছবিতে পরাবাস্তব, ম্যাজিক-রিয়্যালিজম আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ে। এবং সেই স্টাইলাইজ্‌ড ভাষা দিয়েই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছবি করে। ‘বাঘ বাহাদুর’ (১৯৮৯), ‘চারচর’ (১৯৯৩) ‘লাল দরজা’ (১৯৯৭) আমার প্রিয় ছবিগুলোর মধ্যে কয়েকটা।

কলকাতা, কলকাতার বাইরেও অনেকটা সময় কাটিয়েছি একত্রে। বহু আন্তর্জাতিক ফেস্টিভ্যালে একসঙ্গে গিয়েছি। জার্মানিতে একটা ট্রিপে গিয়েছিলাম আমরা। প্রায় দেড়মাস ছিলাম। কী আর বলব, একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক চলে গেল, এটাই বারবার মনে হচ্ছে। তার কাজগুলোর সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। কিছুদিন আগে একবার ফোনে বলছিল, ‘গৌতম তোমার ছবিগুলো ঠিকঠাক আছে?’ বললাম, ‘না, আমার ‘পাড়’-এর নেগেটিভ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ” আমাকে জিজ্ঞাস করছিল, ‘কীভাবে প্রিজার্ভ করা যায় ছবিগুলো?’ এটা তো আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এটা সরকারকে করতে হবে, আর্কাইভ করতে হবে। বুদ্ধদেব আমাকে অনুরোধ করেছিল, “আমার তথ্যচিত্র ‘ঢোলের রাজা’-র নেগেটিভটার খোঁজ করবে?” বলেছিলাম, ‘করব’। এত সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এগুলো নষ্ট হয়ে গেলে বড় ক্ষতি। সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধার্ঘ্য হবে যদি ছবিগুলো সংরক্ষণ করা যায়। আমি মরে গেলেও হয়তো লোকে তা-ই বলবে।

একটা কথা খুব মনে পড়ছে, যেটা আমাদের আলোচনায় উঠে আসত প্রায়ই। আমার এমন সময়ের প্রতিনিধি, যেকানে দু’জনেই বিরাট আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন দেখেছি, মূল্যবোধের পরিবর্তন দেখেছি। যে-প্রশ্নটা ঘুরপাক খেত, সেটা হল ‘মানুষ কি একা, না কি সমষ্টিগত?’ মানুষের অবস্থান নিয়ে কথা বলত। মানুষের জীবনে ছবিগুলোর মধ্যে কয়েকটা। কলকাতা, কলকাতার বাইরেও অনেকটা সময় কাটিয়েছি একত্রে। বহু আন্তর্জাতিক ফেস্টিভ্যালে একসঙ্গে গিয়েছি। জার্মানিতে একটা ট্রিপে গিয়েছিলাম আমরা। প্রায় দেড়মাস ছিলাম। কী আর বলব, একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক চলে গেল, এটাই বারবার মনে হচ্ছে। তার কাজগুলোর অনেকগুলোর বৃত্ত আছে। মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষ, প্রকৃতি বা জীবজগতের যে সম্পর্ক বা বৃত্ত—সেসব বৃত্ত নিয়েই ওর ছবিতে কাজ করেছে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। সবাই বলে ‘পোয়েটিক ন্যারেটিভ’। আমার কাছে এটা ‘সিনেম্যাটিক ন্যারেটিভ’। সিনেমার ন্যারেটিভের মধ্যে সবই আসে। সিনেমার স্পেস নিয়ে বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে মিকলোস ইয়ানচো এবং আন্দ্রেই তারকোভ্‌স্কি-র দ্বারা খুবই অনুপ্রাণিত ছিল বুদ্ধদেব। সেটা নিয়ে খুব আলোচনাও হত। আমি মজা করে বলতাম ‘বাহ, খুব তো একটা ইয়ানচোর শট মেরে দিয়েছে, অ্যাঁ।’ হেসে বলত, “তুমি কোন কোন ছবির শট নিয়েছে আমিও বলে দিতে পারে। বার্গম্যানের ওই ছবিটা থেকে ওই শটটা মারোনি ‘পদ্মাননীর মাঝি’-তে। সত্যি করে বলো”? এসব নিয়ে হাসি-ঠাট্টাও হত। আসলে, আমরা তো আমাদের প্রিয় পরিচালকদের থেকে অনুপ্রাণিতও হই। সেই অনুপ্রেরণা ঢুকে পড়ে আমাদের ছবিতে। এই প্যানডেমিকের মধ্যে সিনেমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করত। বড়পর্দার জন্য যে ছবি, সেটা ‘ওটিটি’ প্ল্যাটফর্মে কেমন দেখাবে---এটা ভাবাত ওকে। এই সমস্ত কথাবার্তার মধ্যেই যে চলে যাবে ভাবিনি। সোহিনী বলল, তিনদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিল। মুম্বাই থেকে মেয়েরাও বোধহয় আসতে পারেনি। ওর বড় মেয়ে বাবালি ছোট মে শিউলি (অলকানন্দা দাশগুপ্ত) যখন পিয়ানো বাজাতে আরম্ভ করে, আমিও বাজাতাম ওক সঙ্গে। আমি ওকে বেঠোফেনের ‘ফার এলিস’ শুনিয়েছিলাম। শুনেই কপি করে ফেলেছিল। সেই দিনগুলোও খুব মনে পড়ে মাঝে মাঝে। কবিতার বই বেরলে পাঠিয়ে দিত আমাকে। আবার কখনও ওর বাড়ি গেলে বলত, ‘গৌতম, আমার কবিতাগুলো তুমি পড়ো, তোমার গলায় ভাল শোনায়’। কত যে আড্ডা মেরেছি ভাবা যায় না। একবার মাদ্রাজ ফিল্ম পেস্টিভ্যালে গিয়ে হোটেলের ঘরে সিনেমা নিয়ে আড্ডা বসেছে আমাদের। আড্ডা যখন শেষ হল তখন ভোর তিনটে বাজে। আমাকে বলল, ‘তোমার ঘরেই ঘুমিয়ে পড়ছি আজ’। সেই ঘুমের মধ্যেই চলে গেল আমার বন্ধু, সহযোদ্ধা পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিনি)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাজধানী আগরতলায় ছাত্রবন্ধু ক্লাবের পুজো প্যান্ডেলের কাজ প্রায় শেষের পথে। ছবি ঃ নিজস্ব

ড্রাঙ্ক অ্যান্ড হিট : রাজকন্যা কাণ্ডে অবশেষে গ্রেফতার জিএনআরসির বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. নবনীল বরুয়া

গুয়াহাটি, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : ড্রাঙ্ক অ্যান্ড হিট মামলায় অভিযুক্ত রাজকন্যা বরুয়া কাণ্ডে শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে গুয়াহাটির অন্যতম প্রথমসারির বেসরকারি হাসপাতাল জিএনআরসির বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. নবনীল বরুয়াকে। টানা তিনদিন জেরার পর আজ রবিবার দিশপুর পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। রাজকন্যা বরুয়ার রোগ সম্পর্কে তিনি ভুল তথ্য দিয়ে অভিযুক্তকে রক্ষণাবেক্ষণ দিতে গিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে বিপথে পরিচালিত করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

জিএনআরসির বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. নবনীল বরুয়ার বিরুদ্ধে মডেল রাজকন্যা বরুয়াকে সেমি আইসিইউতে ভরতি করে গ্রেফতারি থেকে বাঁচানোর অভিযোগ ওঠার পর দিশপুর পুলিশ গত শুক্রবার (৮ অক্টোবর) প্রথমবারের মতো তাঁকে সমন জারি করেছিল। সমন পেয়ে সেদিন সকাল প্রায় সাড়ে দশটায় থানায় এসে হাজিরা দিয়েছিলেন ডা. বরুয়া। গোটা দিন জেরা করে রাত সাড়ে আটটায় মুক্তি দিয়ে পরেরদিন (শনিবার) সকাল ১১টায় তাঁকে ফের থানায় আসতে বলেছিলেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসাররা।

গতকালও একইভাবে জেরার পর রাত নয়টায় তাঁকে ছাড়া হয়েছিল। ফের সমনের ভিত্তিতে আজ ফের থানায় আসেন তিনি। সকাল থেকে জেরার পর আজ বিকেলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ডা. নবনীল বরুয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১, ২১২ এবং ২২০ (খ) ধারা বলবৎ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি ধারা জামিন-অযোগ্য।

প্রসঙ্গত, ডা. নবনীল বরুয়ার প্রথম দিনের জেরার সমগ্র তথ্য আদালতে জমা দিয়েছিল পুলিশ। প্রথম দিন তিনি বহু কথার মধ্যে বলেছিলেন, 'আমি কাউকে নিরাপত্তা বা রক্ষণাবেক্ষণ দেইনি। কোনও ভুল করিনি আমি। ড্রাঙ্ক অ্যান্ড হিট মামলায় অভিযুক্ত রাজকন্যা বরুয়ার সঙ্গে আমার পূর্ব-পরিচিতি ছিল না।' বলেছিলেন, তাঁকে আইসিইউতে ভরতি করতে প্রচণ্ড চাপ দিয়েছিলেন রাজকন্যা। এমন-কি, তিনি নাকি জিএনআরসি হাসপাতালের ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যার হুমকিও দিয়েছিলেন। বিষয়টির প্রমাণ তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে আছে বলেও দাবি করেছিলেন ড় নবনীল। কেবল তা-ই নয়, রাজকন্যাকে আইসিইউতে ভরতি করার ব্যাপারে রাজ্যের পুলিশ-প্রধানের নামও তিনি নিয়েছিলেন। এছাড়া রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচিতি ছিল বলে পুলিশি তদন্তে ধরা পড়েছে।

এদিকে ডা. নবনীল বরুয়ার সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছিল সে সম্পর্কে ইতিমধ্যে গতকাল স্পষ্টীকরণও দিয়েছেন ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্ত। ডিজিপি বলেছিলেন, 'গত ৪ অক্টোবর ডা. বরুয়া আমাকে একটি ট্যাক্সট ম্যাসেজ করেছিলেন, তা সত্য। কিন্তু তিনি আমাকে যুবতী (রাজকন্যা)-র স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্য আমাকে জানিয়েছিলেন। এর পর আমরা তাকে (রাজকন্যা) গ্রেফতার করব বলেও ডা. নবনীল বরুয়াকে জানিয়েছিলাম। তবে রাজকন্যা যে আইসিইউতে ভরতি ছিলেন তা আমাকে জানানো হয়নি, তাই এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।'

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত শনিবার (২ অক্টোবর) ভোররাতে গুয়াহাটির রাজপথে মদ্যপ মডেল রাজকন্যা বরুয়ার বেপরোয়া দুরন্ত গাড়ির ধাক্কায় আট (৮)-জন পূর্ত-শ্রমিক এবং একজন সাধারণ নাগরিক আহত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের দুটি পা কেটে ফেলতে হয়েছে ডাক্তারদের। দুর্ঘটনার পর রাতেই তাঁকে গ্রেফতার করেছিল দিশপুর পুলিশ। তবে দুর্বল ধারা সংবলিত মামলার ভিত্তিতে পরের দিন তাঁকে জামিনে মুক্তি দেয় আদালত। এর পর দুর্ঘটনা সংগঠিতকারিণী 'মিস ইন্ডিয়া' এবং 'মিস কলকাতা' রাজকন্যাকে জামিন পেতে সুবিধা করে দেওয়ার অভিযোগে রাজ্য পুলিশের দুই সাব-ইনস্পেক্টর সাহির আলি এবং আভারানি গগৈকে রিজার্ভে ক্লোজ করেছেন গুয়াহাটি পুলিশ কমিশনার। পরবর্তীতে ঘটনা সম্পর্কে নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী দ হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি দুই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধেও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর নতুন করে ঘটনার তদন্তে নেমে ৫ অক্টোবর দিশপুর থানার পুলিশ রাজকন্যার ফ্ল্যাটে তাঁর খোঁজে গিয়েছিল। কিন্তু ঘরে তাঁকে না পেয়ে পুলিশ ফিরে আসে। পরবর্তীতে পুলিশ খবর পায়, তিনি শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে জিএনআরসি হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন। এই খবর পেয়ে হাসাতালে গিয়ে থানায় হাজিরা দেওয়ার সমন তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু জিএনআরসির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. নবনীল বরুয়া তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে বলে পুলিশকে জানান। এতে সন্দেহ হয় পুলিশ প্রশাসনের। এর পর গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের নিয়ে ছয়জনের একটি স্পেশাল মেডিক্যাল টিম গঠন করে সরকার। গত ৬ তারিখ ওই টিম জিএনআরসি হাসপাতালে গিয়ে মডেল রাজকুমারীর শারীরিক অবস্থার অনুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ বলে সার্টিফিকেট দেয়।

প্রথমে রাজকন্যা বরুয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯, ২৯৪, ৩৮৮ এবং ৩৫৩ ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করেছিল দিশপুর পুলিশ। এর মধ্যে জামিনযোগ্য তিনটি ধারা ছিল। সেগুলি দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো, প্রকাশ্য স্থানে অশালীন আচরণ এবং দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে মানুষকে ধাক্কা দিয়ে আহত করা ইত্যাদি। তবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৩ ধারা ছিল জামিন অযোগ্য। এই ধারা পুলিশ এবং সরকারি অফিসারদের কর্তব্য সম্পাদনে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

কোভিড-কারফিউ ভঙ্গ করে দুরন্ত গতিতে রাজপথে গাড়ি চালানো এবং কী জন্য সড়ক সংস্কারে নিয়োজিত পূর্ত-শ্রমিকদের দুর্ঘটনার শিকার হতে হল, তা নিয়ে নেট দুনিয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন ওঠে, মদ্যপান করে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো সংক্রান্ত মোটর ভেহিকল অ্যাক্ট, ১৯৮৮-এর অধীনে ১৮৫ এবং আইপিসির ৩০৪(এ) ধারা কেন রাজকন্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি? এই ধারায় অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণিত হলে আদালত সংশ্লিষ্টকে জরিমানা সহ ছয় মাস থেকে দু বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে। সর্বোপরি, কোভিড-কারফিউ ভঙ্গের বিরুদ্ধেও কোনও মামলা না নেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

বিজেপিতে যোগদান করায় মসজিদে নিয়ে বাবা-ছেলেকে নিগ্রহ, কাঠিগড়া থানায় এফআইআর

কাটিগড়া (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : বিজেপি দলে যোগদান করায় মসজিদে ডেকে নিয়ে শারীরিক নিগ্রহ করা হয়েছে এক যুবক এবং তার বাবাকে। এই অভিযোগে কাটিগড়া থানায় এফআইআর দায়ে হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাটিগড়া থানার সেউতি গ্রামে। স্থানীয় যুবক কমরুল ইসলাম এবং তাঁর বাবা কুটুল উদ্দিন গত শুক্রবার দুপুরে স্থানীয় মসজিদে নামাজ আদায় করতে যান। তখন এলাকার তিন ব্যক্তি রকিব আলি, আব্দুল রহিম ও আহাদ আলি অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে কমরুলের কাছ থেকে একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিতে চান। কমরুল সাদা কাগজে স্বাক্ষর না দেওয়ায় তারা কমরুল ও তাঁর বাবাকে বেধড়ক মারধর করেছে, এফআইআরে লেখা হয়েছে এমনই।

এদিকে অভিযুক্ত রকিব আব্দুলদের দাবি, কমরুল বিজেপি দলে যোগ দেওয়ায় নাকি সে ধর্মভ্রষ্ট হয়েছে। তাই তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। কোনওক্রমে বাবা ও ছেলে পালিয়ে গিয়ে বিহাড়া পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে তিন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

শোণিতপুরে জুয়ার ডেরায় শূন্যে গুলি পুলিশের, গ্রেফতার দুই

তেজপুর (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : এবার জুয়াড়ির বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গেলে পুলিশকে শূন্যে গুলি ছুঁড়তে হয়েছে। ঘটনা শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত চারিদুয়ার থানাধীন লোক্রা লবরগড়ি এলাকায় গতকাল শনিবার রাতে সংঘটিত হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ দুই জুয়াড়ি সাগর বরা এবং দিলবাহাদুর থাপাকে গ্রেফতার করেছে।

আজ রবিবার শোণিতপুর জেলার তেজপুরে অবস্থিত সদর পুলিশ দফতর সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ চারিদুয়ার থানার অন্তর্গত লোক্রা লবরগড়ি এলাকায় জুয়ার ডেরায় হানা দিয়েছিল পুলিশ। শারদীয় দুর্গোৎসবের নামে সেখানে স্থানীয় একাংশের সহায়তায় গড়ে উঠেছিল জুয়ার এক রমরমা অবৈধ ব্যবসা। দিবানিশি ডাইস নামের জুয়ার আসর চলে সেখানে। জুয়ার ডেরা উৎখাত করতে লোক্রা লবরগড়িতে চারিদুয়ার থানার ওসি আলিমউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে পুলিশের এক দল গিয়েছিল। রাত তখন প্রায় ৮.৩০। সেখানে বসেছিল তিনটি ডাইসে জুয়ার আসর।

সূত্রটি বলেছে, জুয়ার ডেরায় বহুজনের ভিড় ছিল। পুলিশ তাদের ডাইস তুলে নিতে বললে কয়েকজন জুয়াড়ি ক্ষেপে যায়। তারা পুলিশের সঙ্গে বচসায় লিপ্ত হয়। বচসা ক্রমে ঠেলাধাক্কায় পরিণত হলে পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে। তখন জুয়াড়িরা দলবদ্ধভাবে পুলিশের ওপর হামলা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় উত্তেজিত জুয়াড়িদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে শূন্যে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হয়।

জুয়াড়িরা ছত্রভঙ্গ হতে থাকে। ইত্যবসরে দুই জুয়াড়ি সাগর বরা এবং দিলবাহাদুর থাপাকে আটক করে থানায় এনে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া তিনটি ডাইস এবং এএস ১২ ভি ০৭৫৭ নম্বরের একটি স্কুটার (অ্যাক্টিভা) বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

বাংলাদেশে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুত কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা, ১০ অক্টোবর (হি.স) : বাংলাদেশে পাবনার রূপপুরে নির্মাণাধীন পারমাণবিক বিদ্যুত কেন্দ্রের প্রথম রিয়্যাক্টর প্রেসার ভেসেল বা চুল্লি আজ রবিবার উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কাজ সম্পন্ন হলে রূপপুর কেন্দ্রে দুটি ইউনিটে ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত উতপাদন হওয়ার কথা রয়েছে।

এদিন ভার্চুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন 'আমাদের যেটা লক্ষ্য বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অর্থাত আমরা এখন পরমানু শক্তির একটা অংশ হিসেবে বাংলাদেশ আজকে আমরা একটা স্থান করে নিতে পারলাম'।

তিনি বলেন 'এবং সেটা শান্তির জন্য, এটাই বাস্তবতা, এটা অনেক গুরুত্বপূর্ন। পারমানবিক শক্তি আমরা আমাদের শান্তির জন্য ব্যবহার করছি। অর্থাত বিদ্যুত উতপাদন হবে, সেই বিদ্যুত গ্রাম পর্যায়ে মানুষের কাছে যাবে। মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি হবে'।

পারমাণবিক বিদ্যুত কেন্দ্র চালুর বা কমিশনিং প্রক্রিয়ায় এই চুল্লি স্থাপন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরমাণু বিজ্ঞানীরা রিএ্যাক্টর প্রেসার ভেসেলকে পারমানবিক বিদ্যুত কেন্দ্রের "হার্ট বা হৃতপিণ্ড" বলে থাকেন। রূপপুরের এই পারমাণবিক চুল্লি নির্মিত হয়েছে রাশিয়ায়। ভিভিআর-১২০০ মডেলের এই রিয়্যাক্টরে পরমাণু জ্বালানি পুড়িয়ে মূল শক্তি উতপাদন হবে এবং ১২শ মেগাওয়াট বিদ্যুত উতপাদন সম্ভব হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, রূপপুরের প্রথম ইউনিট ২০২৩ সালের মধ্যে বিদ্যুত উতপাদন শুরু করতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে। রূপপুর কেন্দ্রে দুটি ইউনিটে ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত উতপাদন হবে। এই বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণে প্রাথমিকভাবে ১ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচ ধরা হয়েছে। বাংলাদেশে একক প্রকল্প হিসেবে এটি সবচেয়ে বড় কোনো অবকাঠামো প্রকল্প। মহামারির মধ্যেও এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ২৫ হাজার শ্রমিক দিনরাত সেখানে কাজ করছেন।

রাশিয়ায় ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা, মৃত অন্তত ১৬

মস্কো, ১০ অক্টোবর (হি.স) : মধ্য রাশিয়ার বিমান দুর্ঘটনা। মাঝ আকাশে ভেঙে পড়ল বিমান। যার জেরে অন্তত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৭ জনকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে বলে খবর।

সূত্রের খবর, ২৩ জন প্যারাসুটিস্ট ছিলেন এল-৪১০ বিমানে। সকাল ন'টা কুড়ি মিনিট নাগাদ রওনা দিয়েছিল বিমানটি। তাতারস্তানের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের উদ্ধার করতে ছুটে যান উদ্ধারকারীরা। ধ্বসংস্তূপের মধ্যে থেকে সাতজনকে উদ্ধার করা গেলেও বাকিদের চিহ্ন মেলেনি। মনে করা হচ্ছে দুর্ঘটনায় ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

'লখিমপুরে হিন্দু-শিখের লড়াই বাঁধানোর চেষ্টা হচ্ছে', টুইট বরুণ গান্ধীর

লখনউ, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : 'লখিমপুরে হিন্দু-শিখের লড়াই বাঁধানোর চেষ্টা হচ্ছে'। রবিবার এমনই টুইট করলেন উত্তরপ্রদেশের পিলভিটের সাংসদ বরুন গান্ধী।

দিনকয়েক আগেই বরুণ দাবি করেছিলেন, লখিমপুরে যে গাড়ি দিয়ে কৃষকদের পিষে দেওয়া হয়েছে, সেই গাড়ির মালিককে গ্রেফতার করা হোক। লখিমপুর কাণ্ড নিয়ে যোগী সরকারকে একাধিক চিঠিও লিখেছেন বরুণ। এই অবস্থায় লখিমপুর নিয়ে টুইটারে সরব হলেন পিলভিটের বিজেপি সাংসদ বরুন গান্ধী। টুইটে বরুণ লেখেন, "লখিমপুর খেরিকে হিন্দু বনাম শিখ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা কেবল অনৈতিক ও মিথ্যা কাহিনিই নয়। এই ধরনের মিথ্যার ধাক্কায় ফের সেই ক্ষতকে জাগিয়ে তোলাটা বিপজ্জনক কাজ, যে ক্ষত সারিয়ে তুলতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেগেছে। আমরা জাতীয় ঐক্যের থেকেও রাজনৈতিক ফায়দাকে কখনওই বেশি গুরুত্ব দিতে পারি না।" হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

লখিমপুরের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত আশিসের ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজত

লখনউ, ১০ অক্টোবর (হি.স) : লখিমপুর খেরির অশান্তির মূল অভিযুক্ত আশিস মিশ্রকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠাল আদালত। যদিও তাকে নিজেদের হেফাজতে চেয়েছে পুলিশ।

লখিমপুরকাণ্ডের তদন্তে প্রথম থেকেই পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনায় অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছেলেকে শনিবার রাতে গ্রেফতার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের প্রায় ১২ ঘণ্টা পর পুলিশ ঘোষণা করেছে, লখিমপুর হিংসাকাণ্ডে জড়িত থাকার অপরাধে আশিস মিশ্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

লখিমপুরের ঘটনার পর থেকেই আশিস মিশ্রকে গ্রেফতার করার দাবি উঠতে থাকে নানা মহল থেকেই। লখিমপুর খেরিতে কৃষকদের গাড়ি চাপা দিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। তা নিয়ে তদন্তের পরেই আশিস মিশ্রকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, আশিসকে প্রায় ১২ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পরও সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি। একাধিক অসঙ্গতি ছিল তাঁর বয়ানে। আশিস মিশ্র দাবি করেছিলেন তিনি গত রবিবার অর্থাতঘটনার দিন ঘটনাস্থল থেকে ৪-৫ কিলোমিটার দূরে একটি কুস্তি প্রতিযোগিতায় ছিলেন। কিন্তু স্থানীয় লোকজনের বয়ান বলছে ঘণ্টা দুইয়ের জন্য সেখান থেকে গায়েব হয়েছিলেন মন্ত্রীপুত্র। এছাড়া আশিস মিশ্রের মোবাইল ফোনের লোকেশনও বলছে, তিনি কুস্তি প্রতিযোগিতাতে ছিলেন না। রবিবার তাকে আদালতে তোলা হয়। তাকে নিজেদের হেফাজতে চায় পুলিশ। তবে অভিযুক্ত আশিস মিশ্রকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠাল আদালত।

সর্বভারতীয় সিলেটি ফোরামের রক্তদান শিবির শিলচরে

শিলচর (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : সর্বভারতীয় সিলটি ফোরাম ভার্চুয়াল জগতে সিলেটিদের একটি মিলন মেলা। পাশাপাশি সমাজেরপ্রতিটি কাজে অঙ্গীকারবদ্ধ একটি সংস্থা। এই ফোরামেরই সদস্যদের নিয়ে গঠিত 'সাহায্যে র হাত'-এর দ্বিতীয় প্রয়াস ছিল আজ রবিবারের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজন।

শিলচর সিভিল হাসপাতালের ব্লাড ব্যা ঙ্কে আয়োজিত এই শিবিরের পরিচালনায় সর্বভারতীয় সিলেটি ফোরামকে সহযোগিতা করে শিলচরের 'লাইফ লাইন ফাউন্ডেশন'। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ফোরামের সদস্যনদের উৎসাহ ছিল আকাশছোঁয়া। শুধুমাত্র রক্তদান করার জন্যধর্মনগর (ত্রিপুরা), লালা, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, নুতন বাজার থেকে ফোরামের সদস্য রা স্বচ্ছায় এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। অনেক সদস্যস্বাস্থ্য পরীক্ষায় বিফল হয়ে রক্তদানে বঞ্চিত হয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তবুও উৎসাহে এতটুকু ভাটা পড়েনি তাঁদের।

শিবিরে প্রায় বারো জন সদস্য স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। সর্বভারতীয় সিলেটি ফোরামের অ্যাডমিন রত্নদ্বীপ দাশ 'সাহায্যে র হাত'-এর সঞ্চালিকা সুমিতা চৌধুরী, তন্ময় চক্রবর্তী, পরিতোষ ভট্টাচার্য এবং লাইফ লাইন ফাউন্ডেশনের পল্লবিতা শর্মা সহ আরও অনেকেই এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে পাঁচশ অসহায়কে বস্ত্রদান বিবেকানন্দ পাঠমন্দিরের

উধারবন্দ (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় ৫০০ জন অসহায় ও দুস্থদের মধ্যে নতুন জামাকাপড় বিতরণ করেছে কাছাড় জেলার অন্তর্গত উধারবন্দের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিবেকানন্দ পাঠ মন্দির। ২০০৩ সালে এই সংগঠনের আত্মপ্রকাশের পর থেকেই প্রতি বছর দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে দুর্গম স্থানে সমীক্ষা চালিয়ে নির্বাচিতদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করে আসছে বিবেকানন্দ পাঠ মন্দির। এ বছর ১৫টি জায়গায় মোট পাঁচশো জন পুরুষ, মহিলা ও কচিকাঁচাদের বস্ত্রদান করা হয়েছে। লারসিং সাঁওতাল বস্তিতে ৪১ জন পুরুষ, দয়াপুর চা বাগানের ৬২ জন কচিকাঁচা, উধারবন্দ বাজার পয়েন্টে জমায়েত ৩০ জন দিনমজুর, খাসপুর গ্রান্ট ৬ নম্বর বস্তিতে ২৩ জন মহিলা, অমরানগর, সোনাছড়া, রূপাছড়া, গারমাডিসা ও বাঁশতলা সমগ্র অঞ্চলের ১৭৬ জন পুরুষ, লারসিংপার লাবরবস্তিতে ৩০ জন মহিলা ও ২৪ জন পুরুষ, দয়াপুর বস্তিতে ৩৫ জন পুরুষ, খাসপুর রবার বাগানের ২৪ জন মহিলা, নতুন শুকাছড়া পুঞ্জির ৩৩ জন মহিলা, নগর ও মধুরা অঞ্চলে ১১ জন পুরুষ, উধারবন্দের পথে পথে আট ভিখারি ও মানসিক ভারসাম্যহীন এবং তিনজন গৃহ পরিচারিকাকে নতুন কাপড় দেওয়া হয়েছে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি : সাংবাদিকদের সাইকেলে চড়ে সংবাদ সংগ্রহের পরামর্শ বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ভবেশের

গুয়াহাটি, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : পেট্রোপণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির ফলে নাগরিককুলের ত্রাহিমাম অবস্থা। এমতাবস্থায় সাংবাদিকদের সাইকেলে চড়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে পরামর্শ দিয়েছেন বিজেপির অসম প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা। বেশ জরুরি মনে করলে প্রয়োজনে একটি বাইকে তিনজনকে উঠতেও বলছেন তিনি। ভবেশের এই 'উদ্ভট' পরামর্শে সমালোচনার ঝড় বইছে।

আজ রবিবার গুয়াহাটির কইনাধরায় রাজ্য অতিথিশালায় এক অনুষ্ঠানে এসছিলেন প্রদেশ বিজেপি-র সভাপতি ভবেশ কলিতা। তখন পেট্রোল, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেন, আপনারা সাইকেলে চড়ে সংবাদ সংগ্রহ করুন। প্রয়োজনে একটি মোটর সাইকেলে তিনজন উঠে চলাচল করুন। পাশাপাশি গাড়ির ব্যবহার কম করতেও পরামর্শ দিয়েছেন ভবেশ কলিতা। তাঁর বক্তব্য, নইলে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কমবে না।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে পেট্রোলের দাম ১০০ টাকা অতিক্রম করেছে অসমেও। ডিজেলের মূল্যও সেঞ্চুরি স্পর্শ করার পথে। ঠিক এ সময় প্রদেশ বিজেপি-র সভাপতি ভবেশ কলিতার আরও বক্তব্য, গাড়ি বেশি করে কেনার জন্য ও চালানোর জন্যই বাড়ছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। এমন-কি বাজার করতেও গাড়ি চালিয়ে যেতে হয় একাংশের। প্রদেশ সভাপতির পরামর্শ, গাড়ির ব্যবহার কম করুন। প্রয়োজনে একটি বাইকে তিনজন উঠুন। প্রয়োজনে একটি বাইকে তিনজন উঠলে পুলিশকে মাশুল নেওয়ার ব্যবস্থাও পরিবর্তন করতে হবে।

এখানেই শেষ নয়। মন্ত্রীদের গাড়ির বহর কম করতেও পরামর্শ দিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা। মন্ত্রীরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত গাড়ি সঙ্গে না নিতে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ভবেশ বলেন, অসমে গাড়ির সংখ্যা দিনদিন বাড়ার জন্যই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে পেট্রোল ডিজেলের দাম। এক-একজন লোকের চার থেকে পাঁচটি গাড়ি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক, মন্তব্য করেন তিনি।

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি : সাংবাদিকদের সাইকেলে চড়ে সংবাদ সংগ্রহের পরামর্শ বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ভবেশের

গুয়াহাটি, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : পেট্রোপণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির ফলে নাগরিককুলের ত্রাহিমাম অবস্থা। এমতাবস্থায় সাংবাদিকদের সাইকেলে চড়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে পরামর্শ দিয়েছেন বিজেপির অসম প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা। বেশ জরুরি মনে করলে প্রয়োজনে একটি বাইকে তিনজনকে উঠতেও বলছেন তিনি। ভবেশের এই 'উদ্ভট' পরামর্শে সমালোচনার ঝড় বইছে।

আজ রবিবার গুয়াহাটির কইনাধরায় রাজ্য অতিথিশালায় এক অনুষ্ঠানে এসছিলেন প্রদেশ বিজেপি-র সভাপতি ভবেশ কলিতা। তখন পেট্রোল, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেন, আপনারা সাইকেলে চড়ে সংবাদ সংগ্রহ করুন। প্রয়োজনে একটি মোটর সাইকেলে তিনজন উঠে চলাচল করুন। পাশাপাশি গাড়ির ব্যবহার কম করতেও পরামর্শ দিয়েছেন ভবেশ কলিতা। তাঁর বক্তব্য, নইলে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কমবে না।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে পেট্রোলের দাম ১০০ টাকা অতিক্রম করেছে অসমেও। ডিজেলের মূল্যও সেঞ্চু রি স্পর্শ করার পথে। ঠিক এ সময় প্রদেশ বিজেপি-র সভাপতি ভবেশ কলিতার আরও বক্তব্য, গাড়ি বেশি করে কেনার জন্য ও চালানোর জন্যই বাড়ছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। এমন-কি বাজার করতেও গাড়ি চালিয়ে যেতে হয় একাংশের। প্রদেশ সভাপতির পরামর্শ, গাড়ির ব্যবহার কম করুন। প্রয়োজনে একটি বাইকে তিনজন উঠুন। প্রয়োজনে একটি বাইকে তিনজন উঠলে পুলিশকে মাশুল নেওয়ার ব্যবস্থাও পরিবর্তন করতে হবে। এখানেই শেষ নয়। মন্ত্রীদের গাড়ির বহর কম করতেও পরামর্শ দিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা। মন্ত্রীরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত গাড়ি সঙ্গে না নিতে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ভবেশ বলেন, অসমে গাড়ির সংখ্যা দিনদিন বাড়ার জন্যই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে পেট্রোল ডিজেলের দাম। এক-একজন লোকের চার থেকে পাঁচটি গাড়ি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক, মন্তব্য করেন তিনি।

গোলাঘাটিতে শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে সিপিআইএম রবিবার। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

বাড়ির স্বল্প জায়গার মধ্যে করুন কালোজিরে চাষ করার পদ্ধতি

রান্নার অন্যতম উপাদান মশলা। এখন মশলা চাষ করে শীতকালে ভাল আয় করার সুযোগ রয়েছে। বাঙালির হেঁশেলে মশলার অন্যতম উপাদান কালোজিরে। এর নিজস্ব গন্ধ খাবারের স্বাদ আনতে পারে। সুবাস মন ভারায়। শুধু খাবারের মশলা হিসেবে নয়, কালোজিরের গন্ধে পোকামাকড় দূরে থাকে। জামাকাপড় সংরক্ষণে তাই অনেকে একটি ব্যবহার করেন। আবার সর্দিজ্বর সারাতেও কালোজিরে কাজে দেয়। মৌমাছি, বোলতা, বিছে কামড় দিলে ক্ষতস্থানে কালোজিরে বেঁটে লাগালে উপশম দেয়। কালোজিরে চাষ করে বাল আয়েরও সুযোগ রয়েছে। মূলত শীতকালীন ফসল এটি। অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত কালোজিরের বীজ বোনোর উপযুক্ত সময়। ভাল করে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। মাটির সমান করে নিতে হবে। আল দিয়ে ১.৫ মিটার বাই ৫ মিটার মাপের প্লট করে নিতে হবে। দুইটি প্লটের মাঝে ৩০ থেকে ০ সেমি ৪০ সেমি নালা রাখতে হবে সে বা নিকাশির জন্য। প্রতি একরে ৩ কেজি বীজরে প্রয়োজন। বীজ বোনার আগের দিন জলে ভিজিয়ে নিয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। তাতে অঙ্কুরদোগম তাড়াতাড়ি হয়। বীজ বোনার আগে কেজি প্রতি ৩ গ্রাম হিসেবে এগ্রোসান জি-এন বা সেরেসান দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। উন্নত জাত হিসেবে এনএস-৪৪, এনএস-৩২ প্রভৃতি চাষ করা যেতে পারে। জমি তৈরির সময় প্রতি একরে ৬-৮ টন গোবর সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। এছাড়া জমি তৈরির সময় ১০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কোজি ইউরিয়া চাপান সার হিসেবে দিতে হবে। এই সময় গাছ ৫ সেমি লম্বা হয়। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৭-৮ সেমি রেখে বাকি চারা তুলে দিতে হবে। ৫০-৬০ দিনের মাথায় দ্বিতীয়বার নিড়ানি দিয়ে আগাছা সাফ করতে হবে। বীজ বোনার ৩-৪ দিনের মধ্যে হালকা সেচ দিতে হয়। প্রথম নিড়ানির পর দ্বিতীয় সেচ ও গাছে ফুল আসার মুখে অর্থাৎ ৮০-৮৫ দিনের মাথায় সেচ দিতে হবে। কাটুই পোকা গাছের প্রচণ্ড ক্ষতি করতে পারে। চাষের সময় মাটিতে সার প্রয়োগ করলে উপকার মেলে। ফল ছিদ্রকারী পোকা ফল আসার সময় ক্ষতি করে। পোকার লার্ভা বা শুককীট গাছের ক্ষতি করে। বাড়ন্ত ফলের গা ফুটো করে দেয়। ফলের নরম অংশ খেয়ে ফেলে। পোকা দেখা দিলে গাছে প্রতি লিটারে ৩-৪ গ্রাম হিসেবে অথবা নুভাক্রন প্রতি লিটারে ১.৫ মিলি হিসেবে ৭-১০ দিন অন্তর দুইবার স্প্রে করতে হবে। গাছের যেকোনও অবস্থায় ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ লাগা গাছ আচমকা শুকিয়ে মারা যায়। রোগ দমনে বীজ বোনার আগে ক্যাপটান বাা ব্যাভিসটিন প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে দুই গ্রাম পরিমাণ মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। ধসা রোগের আক্রমণে গাছের পাতায় গাঢ় রঙের দাঘ দেখা দেয়। শেষে গাছের পাতা ও কান্ড শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়। মেঘলা ও ভেজা আবহাওয়ায় এই রোগের প্রকোপ বেশি।

লাউয়ের ফল বৃদ্ধির আধুনিক উপায়

কৃত্রিম পরাগায়ন প্রতিদিন ভোর বেলায় করতে হয়। সদ্যফোটা পুরুষ ফুল ছিঁড়ে পুংরেণুসমৃদ্ধ পুংকেশর রেখে পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হয়। এরপর পুংরেণু স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে হালকাভাবে সামান্য একটু ঘষে দিতে হয়। ব্যাস হয়ে গেল কাজ। এতে স্ত্রী ফুল নিষিক্ত হয়ে ফল ধরে। একটি পুরুষ ফুলের পুংকেশর দিয়ে ৬ থেকে ৭টি স্ত্রী ফুলে পরাগায়ন করা যায়। এ জন্য একটা লাউয়ের মাচায় শতকরা ১০ টা পুরুষ ফুল রাখতে হয় এতে শতকরা ৯৫টি স্ত্রী ফুলে ফল ধরবে। এ জন্য পুরুষ ও স্ত্রী ফুল চেনা প্রয়োজন। লাউয়ের ফল বৃদ্ধির আধুনিক উপায় সবজির মধ্যে লাউ অন্যতম। লাউকে বলা হয়ে থাকে জান্নাতের ফল। লাউ দিয়ে আছে অনেক গল্প-কবিতা গান। লাউয়ের চাহিদা ও বাজারমূল্য এখন অনেক বেশি। এর উৎপাদন বাড়ালে কৃষক লাভবান হবে- ক্রেতারাও কম দামে লাউ কিনতে পারবেন। অনেকে অভিযোগ করেন লাউ গাছে প্রচুর ফুল ধরলেও লাউ ধরে কম। কিছু কৌশল জানা তাকলে অধিকাংশ ফুল থেকেই লাউ ধরানো সম্ভব। আসুন জেনে নেয়া যাক সেসব কৌশল। লাউসহ মিষ্টি কুমড়া, করলা, কাঁকরোল, পেঁপে ইত্যাদি সবজি গাছ একলিঙ্গ এবং ভিন্নবাদী উদ্ভিদ হওয়ায় প্রাকৃতিক পরাগায়ন কম হয়। অর্থাৎ এসব গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল পৃথক গাছে হয়।

বিদেশি ফল রাম্বুটান, পুষ্টিগুণে অফুরান

যেসব বিদেশি ফুল এ দেশে সফলভাবে চাষ হচ্ছে এবং লাভজনক হিসেবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে তার মধ্যে রাম্বুটান অন্যতম। এ ফল অনেকটা লিচুর মতো, তবে লিচুর চেয়ে আকারে বড়, ডিম্বাকৃতি, কিছুটা চ্যাম্পা। পাকা ফল উজ্জ্বল লাল, কমলা বা হলুদ আকর্ষণীয় রঙের হয়ে থাকে। ফলের পুরু খোসার উপরিভাগ কদম ফুলের মতো শত শত চুল দিয়ে আকৃতি। মালয়েশিয়ার ভাষায় রাম্বুটানের অর্থ চুল। একই কারণে এ ফল চুল বা দাড়ি বিশিষ্ট লিচু বলে অনেকের নিকট পরিচিত। রাম্বুটান লিচুর মতোই চিরহরিত, মাঝারি উচ্চতা বিশিষ্ট লম্বা গাছ। বর্ষাকালে ফল পাকে।

উৎস ও বিস্তার : মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া এ ফলের আদি নিবাস। থাইল্যান্ডে, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইনস, ভিয়েতনাম, মিয়ানমার, ও শ্রীলঙ্কায় প্রচুর পরিমাণে রাম্বুটান উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ সব দেশ থেকে অনুরূপ আবহাওয়াবিশিষ্ট দেশে বা দেশের অংশ বিশেষে এ ফলের বিস্তার আরম্ভ হয়। শীতের তীব্রতা কম এমন দেশে যেমন ভারত ও বাংলাদেশের এমন কিছু অংশেও এ ফলের বিস্তার ও চাষ জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

জলবায়ু : ট্রপিক্যাল ও সাবট্রপিক্যাল আবহাওয়া বিশিষ্ট অঞ্চল রাম্বুটান চাষের জন্য উপযোগী। এ ফলগাছের শীতের তীব্রতা সহ শক্তি নেই। শীতকালে তাপমাত্রা ১০০ সেলসিয়াসের নিচে নেমে ৫-৭ দিন বিরাজ করলে গাছ মরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পার্বত্য অঞ্চলীয় জেলাসহ বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও যশোর জেলায় এ ফল সম্প্রসারণ সম্ভাবনা বিরাজ করছে। রাঙ্গামাটি জেলায় কিছুসংখ্যক রামম্বুটানগাছ ২০-৪০ বছর ধরে ফল দিচ্ছে। নেত্রকোনা জেলার কিছুসংখ্যক চাষি প্রায় ২০ বছর ধরে রাম্বুটান ফল উৎপাদন বিপণন করে বেশ লাভবান হচ্ছে। এছাড়া নরসিংদী জেলায় শিবপুর উপজেলার কয়েকজন রাম্বুটান চাষির সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তদাঞ্চলে লটকন চাষের পাশাপাশি রাম্বুটান চাষে অনেকেই আকৃষ্ট হচ্ছে।

পুষ্টিগুণ : রাম্বুটান এবং ঔষধিগুণসম্পন্ন ফল। এ ফলের প্রচুর আয়রন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফাইবার এবং ক্যালোরি রয়েছে। এন্টিঅক্সিডেন্টাল ও গুণসমৃদ্ধ ফ্যাট-ফ্রি এ ফলে সব ধররে ভিটামিন ও মিনারেলস রয়েছে।

মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটিতে এ ফল চাষ করা যায়। তবে জল সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত উর্বর দোআঁশ মাটি এ ফল চাষে বেশি উপযোগী। মাটি শক্ত, কাঁকরময় বা বেশি এঁটেল হলে গাছ রোপণের জন্য মাদা তৈরি কালে ৫-৭ ফুট চওড়া ও গভীর করে মাটি সরিয়ে তৈরি গর্ত উপযোগী পটিং মিডিয়া দিয়ে ভরাট করে এ ফলগাছ রোপণ করা ফলে চাষে বেশি সফলতা পাওয়া যায়। রাম্বুটান চাষের জন্য মাটির পি-এইচ মাত্রা ৫.৫-৬.৫ হলে ভালো হয়।

বংশবিস্তার : প্রধানত বীজ থেকে উৎপাদিত চারা দিয়ে রাম্বুটান ফল চাষ করা হয়। পাকা ফলের বীজ বের করে তা তাজা অবস্থায় চারা তৈরির কাজে ব্যবহার করতে হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৫-৭ দিনের বেশি থাকে না। এ জন্য বীজ সংগ্রহের পর পরই বীজবপনের প্রয়োজন হয়। বীজ বসানোর জন্য উপযোগী পটিং মিডিয়া তৈরি করে নেয়া জরুরি। মিডিয়া তৈরির জন্য মোটা বালু (সিলেট স্যান্ড)- ২৫ শতাংশ, নারিকেলের ছোবড়ার গুঁড়া (কোকোডাস্ট)- ২৫ শতাংশ, লতাপাতা বা আর্বজনা পচা জৈব সার - ২৫ শতাংশ, এবং ভিটে মাটি (নার্সারির কাজে ব্যবহার উপযোগী মাটি)- ২৫ শতাংশ। এগুলো একত্রে মিশিয়ে ছিদ্র বিশিষ্ট মাটির টবে মিশ্রণ দিয়ে ভরাট করে তার ওপর বীজ বসাতে হয়। বীজের চওড়া ভাগ নিচে রাখতে হবে এবং বীজ বসানোর পর উপরিভাগ সামান্য মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। অঙ্কুরিত বীজ পিঁপড়া খেয়ে নষ্ট করতে যেন না পারে এ জন্য কীটনাশক ব্যবহার বা অন্য উপায়ে গজানো বীজকে নিরাপদে রাখতে হবে। টবের মাটি যেন শুকিয়ে না যায় এ জন মাঝে মাএঝ জল স্প্রে করে হালকাভাবে মাটি ভেজাতে হবে। মাটি সব সময় হালকা ভেজা অবস্থায় থাকবে, প্রয়োজনের বেশি জল দেয়া উচিত হবে না। বীজ বসানোর ১০-২০ দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হবে, চারা গজানো শুরু করবে।

চারা/কলম সংরক্ষণ : চারার বয়স ৬ মাস হলে গাছের গোড়া ছেড়ে টবের কিনারে গভীর নালা করে ইউরিয়া-২০ গ্রাম, টিএসপি-৫০ গ্রাম এবং পটাশ ৩০ গ্রাম হারে তিন মাসের ব্যবধানে আরো দু'বার এ সারের পরিমাণ দ্বিগুণ হারে বাড়িয়ে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। চারার বয়স এক বছর হলে অপেক্ষাকৃত বড় টবে নতুনভাবে পটিং মিডিয়া দিয়ে ও অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ জৈব সার/কম্পোস্ট এবং একেকটা গাছের জন্য ২৫০ গ্রাম হাড়ের গুঁড়া মিশিয়ে রিপটিং করতে হবে। সংরক্ষিত চারা আধা ছায়ায় রেখে ১.৫-২ বছরের বয়স্ক বড় চারা জমিতে রোপণের জন্য উপযোগী হয়। এক বছর বয়স্ক চারায় বাডিং, সাইড গ্রাফটিং অথবা জোড় কলম পদ্ধতি অবলম্বনে কলম করা চারা রোপণ করার প্রচলন এখন বাড়ছে।

গাছের লিঙ্গ : চারা থেকে প্রাপ্ত গাছ তিন ধরনের হয়ে থাকে। এতে পুরুষ, স্ত্রী ও উভয়লিঙ্গিক গাছের জন্ম হতে পারে। অর্থাৎ বীজরে চারায় অনেকটা পেঁপে গাছের মতো ভিন্নতর লিঙ্গের গাছ পাওয়া যায়। পুরুষ গাছ হলে তাতে ফল ধরে না, তবে তা স্ত্রী গাছে পরাগায়নের মাধ্যমে ফল ধরতে সহায়ক হয়। চারার গাছে মাতৃ গুণাগুণ বজায় থাকে না। ফল ধরতে ৫-৬ বছর সময় লেগে যায়. বর্তমানে কলম করা গাছ আমদানি করে কিছু সংখ্যক নার্সারিম্যান পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে উভয়লিঙ্গিক রাম্বুটান কলম করা গাছ বিপণন করছে।

চারা/কলম রোপণ : রাম্বুটান ফল গাছ প্রধানত : ৩০-৩৫ ফুট দূরত্বে রোপণ করা হয়। গাছ রোপণের আগে 'লে-আউট' প্ল্যান তৈরি করে নির্ধারিত স্থানে গাছে রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করে নেয়া দরকার। সাধারণ অবস্থায় গাছ রোপণের জন্য গর্তের মাপ হবে ৩-৪ ফুট চওড়া ও গভীর। সে সব মিশ্রণ দিয়ে তৈরিকৃত গর্ত ভরাট করতে হবে তা হলো- মোটা বালু (সিলেট স্যান্ড) ১৫শতাংশ, ৩নং গ্রেডের ইটের মার্বেল সাইজের ছোট খোয়া ১৫ শতাংশ, নারিকেলের ছোবড়ার গুঁড়া (কোকাডাস্ট) ১৫ শতাংশ, উর্বর মাটি (ভিটে মাটি) ২৫শতাংশ, পচা গোবর/আর্বজনা পচা ৩০ শতাংশ। সবগুলো একত্রে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ১৫ দিন রেখে দেয়ার পর গাছ রোপণের জন্য উপযোগী হবে।

জল সেচ ও নিষ্কাশন : গাছের গোড়ায় জল জমে থাকা এবং মাটিতে রসের অভাব উভয়ই রাম্বুটান গাছের জন্য ক্ষতিকর। এ জন্য বাগানের দু'সারি গাছের মধ্য ভাগে র্২-২.র্৫ চাওড়া ও গভীর করে নালার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থায় বাগানে জল জমা রোধ হবে। শুকনা মৌসুমে অবশ্যই ৮-১০ দিনের ব্যবধানে গাছের গোড়ায় চারিধারের মাটি ভালোভাবে ভিজিয়ে প্রয়োজনীয় রসের অভাব দূর করতে হবে। শুকনা মৌসুমে গাছের গোড়া থেকে ৩-৪ ইঞ্চি ছেড়ে প্রায় ৩ ফুট দূর পর্যন্ত শুকনা খড়কুটো, কচুরিপানা অথবা লতা-পাতা দিয়ে মালচিং দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া জরুরি।

ছায়ার ব্যবস্থা : গাছ রোপণের প্রথম তিন বছর খরা মৌসুমে রোদের তাপ সহ্য ক্ষমতা রাম্বুটান গাছের কম। এ জন্য গাছের ১.৫-২ ফুট গোড়া ছেড়ে ৫-৬ ফুট উচ্চতায় দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চট বা ছালার বেড়া দেয়ার ব্যবস্থার মাধ্যমে গাছকে আধা ছায়াদানের ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এ ব্যবস্থায় রোদের তাপে পাতা পুড়ে/জ্বলে যাওয়া রোধ হয়। গাছের গোড়া ছেড়ে কয়েকটা ধৈঞ্চা, বকফুল, অড়হড় গাছ লাগিয়েও আধা-ছায়ার ব্যবস্থা করা যায়।পরিচর্যা : গাছ যেন চারধারে বেশি ডাল ছড়ায় এ জন্য গাছ লম্বায় র্৩-র্৪ উঁচু হলেই আগা কেটে প্রথম ৩-৪টা শাখা তৈরি করে নিয়ে গাছকে উপরে ও পার্শ্বে বাড়তে না দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এছাড়া ছোটু দুর্বল ডাল মাঝে মাঝে ছেঁটে দিলে গাচের কাঠামো সুন্দর হয়ে বেড়ে উঠে। বেশি লম্বাব না হয়ে ঝাকড়া গাছে ফল ধরা ও পাড়ার সুবিধা বেশি। এজন্য পরিচর্যা পদ্ধতি অবলম্ববনে সেভাবে গাছের কাঠামো তৈরি করে নিতে হবে।

সার প্রয়োগ : রাম্বুটান গাছে জৈব উৎস থেকে নাইট্রোজেনের চাহিদা পূরণ করা ভালো।

লাল মুক্তঝুরি ফুলের চাষ

লাল মুক্তঝুরি ভারত উপমহাদেশীয় উদ্ভিদ। অন্য নাম মুক্তবর্ষী। তবে অঞ্চলভেদে আমাদের দেশে এ ফুলকে অনেকে মালা ফুল নামে চিনেন, এর কারণ ফুটন্ত ফুল দেখতে মালার মতো দেখায় বলে। এটি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অপধষুঢ়যধ নামে পরিচিত। হিন্দিতে একে কুপ্পী বলে অভিহিত করা হয়। ভারত উপমহাদেশের সমতল ভূমিতে লাল মুক্তঝুরি গাছের দেখা পাওয়া যায়। তাছাড়া আমাদের দেশেও রয়েছে এ ফুলের ব্যাপক বিস্তৃত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাগান, খোলা মাঠ, রাস্তার ধার, পতিত জমি, বন-জঙ্গলের ধার, পাহাড়ি এলাকা এবং বাড়ির আশপাশে এর দেখা মেলে। এ ফুলের ক্ষেত্রে বেশি পরিচর্যা ও যত্ন প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া এর রোগবালাই আক্রমণ কম হয়। প্রায় সব ধরনের মাটি ও রৌদ্রোজ্জ্বল থেকে হাল্কা ছায়াযুক্ত স্থান এবং ভেজা থেকে স্যাঁতসেঁতে স্থানেও এ ফুল গাছ জন্মে। গাছের গড় উচ্চতা ৭৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। গাছের শাখা-প্রশাখা ছড়ানো। এর কান্ড ও শাখা-প্রশাখা খুব বেশি শক্তমানের নয়। এর ডিম্বাকৃতির পাতা লম্বায় ৩ থেকে ৮ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে, রং সবুজ, কিনারা করাতের মতো খাঁজ কাটা ও শিরা-উপশিরা স্পষ্ট। লক্ষণীয় বিষয় পাতার চেয়ে পাতার বোঁটা লম্বা। পত্র কক্ষ থেকে লম্বা মঞ্জুরিতে ফুল ধরে এবং ফুল নিচ দিকে ঝুলে থাকে। এর মঞ্জুরি লম্বায় প্রায় ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। রং টকটকে লাল। ফুল ফোটার মরশুম প্রধানত গ্রীষ্ম ও বর্ষা। তবে প্রায় সারা বছরই ফুল ফুটে। ফুল গন্ধহীন। ফুল ফুটন্ত মুক্তঝুরি গাছের সৌন্দর্য মনোরম। ফুল শেষে গাছে বীজ হয়। বীজ আকারে ক্ষুদ্রাকৃতির। বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হয়। মুক্তঝুরির রয়েছে ভেষজ নানা রকম গুণাগুণ। এর পাতা, শিকড়, মূল ভেষজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

ফুলের নাম নাগলিঙ্গম

নামটা শুনেই কেমন নাগ-নাগিনীর ব্যাপার চলে আসে। ফুলের পরাগচক্র দেখতে অনেকটা সাপের ফণার মতো। হয়তো এ কারণেই এর নাম নাগলিঙ্গম। জনশ্রুতি আছে, নাগলিঙ্গম গাছের ফুল ও ফল একান্তই নাগ-নাগিনীর সম্পদ। যদিও বাস্তবে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। একটি পার্কে বিকেলে হাঁটতেছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে, কিছু পাখিরছবি তোলা যায় কি না। বন্ধু সুবীর হঠাৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই দেখ নাগলিঙ্গম। এত বড় গাছ। গাছের গোড়া ফুঁড়ে বের হওয়া লম্বা লতার মতো শাখায় ছোট ছোট হাজারো কুঁড়ি। এক সময় কুঁড়ি থেকে টকটকে লাল পলাশ কিংবা শিমুলের মতো ফুল মুখ বের করে আকাশের পানে। নাগলিঙ্গম ফুলের পাপড়ি, রেণু, ফুলের গঠন আরো মোহনীয়। পাপড়ির মাথায় অসংখ্য ছোট ছোট সাপের মতো ফণা তোলা। তাই বোধ হয় অনিন্দ্য সুন্দর। এই ফুলের জন্যই গাছের নাম হয়েছে নাগলিঙ্গম। নাগলিঙ্গম গাছ সাধারণত ১০ থেকে ৩০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। এর গোড়ায় বেলের মতো শত শত ফল হয়। এটি একটি ঔষধি বৃক্ষ। ফল হুবহু কামানের গোলার মতো হওয়ায় এ গাছ ইংরেজদের কাছে ক্যানন বল নামে পরিচিত। নাগলিঙ্গম ফল হাতির প্রিয় খাবার, এ জন্য কোথাও এ উদ্ভিদটি হাতিফল নামেও পরিচিত। নাগলিঙ্গমের ফুল গাঢ় গোলাপি, সেই সঙ্গে হালকা হলুদ রঙের মিশ্রণ। পাপড়ি ছয়টি, পাপড়ি গোলাকার কুলিপাকানো। যেন ফণা তোলা সাপ। ফুলগুলো বেশ বড় বড়। এক কথায় দেখতে অসাধারণ। নাগলিঙ্গমের সৌরভের জন্যও সেরা। কী দিন, কী রাত, নাগলিঙ্গম গাছের পাশ দিয়ে গেলে এর তীব্র ঘ্রাণের মাদকতা আপনাকে কাছে টানবেই। বিরল প্রজাতির এই ফুলের সৌরভে রয়েছে গোলাপ আর পদ্মের সংমিশ্রণ। নাগলিঙ্গম ফুল সারা বছর ফুটলেও গ্রীষ্মকাল হচ্ছে নাগলিঙ্গম ফোটার আসল সময়। শীত এবং শরৎকালে গাছে কম ফুল ফুটে। নাগলিঙ্গম আমাদের দেশে বিরল প্রকৃতির গাছ। এই ফুল সচরাচর দেখা যায় না। বেশিরভাগ মানুষের কাছে এটি অপরিচিত। পৃথিবীর অনেক দেশে নাগলিঙ্গম দেখা যায়। তবে এর আদি নিবাস মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার গভীর বনাঞ্চলে। গাছটি থাইল্যান্ড ও ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে দেখা মেলে। এটি দেখা যাচ্ছে অন্তত চার হাজার বছর ধরে। শান্তিনিকেতনেও বেশ কিছু বড় আকৃতির নাগলিঙ্গম গাছ আছে। কৃষি বিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেশ কিছু নাগলিঙ্গম চোখে পড়ে। প্রাচীন এ গাছটি দেখতে পাওয়া যায় ব্রি ক্যাম্পারে।

আগরতলার স্মৃতি ক্লাবের পুজো প্যান্ডেল। ছবি ঃ নিজস্ব

জীবনতলায় প্রসাদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ৮০ জন

জীবনতলা, ১০ অক্টোবর (হি.স) : ছাদ ঢালাই উপলক্ষ্যে এলাকায় একটি বাড়িতে পুজো ছিল। সেই পুজোর প্রসাদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন প্রায় ৮০ জন। শনিবার সন্ধ্যা থেকেই অসুস্থ হতে শুরু করেন একের পর এক এলাকার মানুষ যারা ঐদিন প্রসাদ খেয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার কালিকাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কান্ডারি পাড়ায়। অসুস্থদেরকে রাতেই মটেরদীঘি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, আনন্দ ভুঁইয়া নামে স্থানীয় এক ব্যক্তির বাড়িতে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ হয়।

সেই উপলক্ষ্যে বাড়িতে পুজোও ছিল। পুজোয় এলাকার মানুষজনের নিমন্ত্রণ ছিল। সেই নিমন্ত্রণ খেয়েই শনিবার সন্ধ্যা থেকে অসুস্থ হতে শুরু করেন এলাকার মানুষ। মূলত পেট ব্যাথা, জ্বর, বমি-বমি ভাব নিয়ে ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে।

ঘটনার খবর পেয়ে এলাকার বিধায়ক সওকাত মোল্লা অসুস্থদের দেখতে হাসপাতালে ছুটে যান। তিনি জানান, প্রসাদ খেয়ে প্রচুর মানুষ অসুস্থ হয়ে পরে। শিশু, মহিলা, পুরুষ সকলেই আক্রান্ত হয়েছে। গোটা বিষয়ে নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে ঘটনা ঘটেছে। তবে চিন্তার তেমন কিছু নেই বলেই আশ্বস্ত করেছেন তাঁরা।

টাইটানিক জাহাজের আদলে তৈরি বাজারিছড়া হাসপাতাল রোডের পুজো মণ্ডপ

বাজারিছড়া (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : প্রতি বছরের মতো এবারও মিনি বাজেটে শারদীয়া দুর্গা পূজার মণ্ডপ তৈরিতে চমক দেখাতে যাচ্ছে বাজারিছড়ার কালাছড়া হাসপাতাল রোডের সর্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটি। এবার টাইটানিক জাহাজের আদলে তৈরি করা হয়েছে এই পুজো মণ্ডপ। গত বছরের তুলনায় এবার করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাব কিছুটা কম থাকায় স্থানীয় আয়োজকরা যথাসাধ্যসেরা প্রদর্শন করার চেষ্টা করছেন তাঁদের ক্ষুদ্র আয়োজনে।

শহরের সাথে পাল্লা দিয়ে গ্রামাঞ্চলে একটি দর্শনীয় পুজো মণ্ডপ তৈরির পাশাপাশি দৃষ্টিনন্দন প্রতিমা স্থাপন চাট্টিখানি কথা নয়। তবুও এলাকার ধর্মপ্রাণ জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় এগিয়ে যাচ্ছে কালাছড়া হাসপাতাল রোডের সর্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটি। তবে সুদৃশ্য প্যান্ডাল তৈরিতে বাইরের কোনও কারিগরকে আনা হয়নি। এলাকার স্থানীয় শিল্পী শেখর পাল ও তাঁর সঙ্গীরা মণ্ডপ সজ্জার কাজে হাত লাগিয়েছেন।

এ ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে পূজা কমিটির পক্ষে সিদ্ধার্থ দাস, মণীষভূষণ পাল, অমিত দেব, শুভ্র পাল, রতন চক্রবর্তীরা জানান, কোভিড পরিস্থিতিতে মানুষের আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকলেও অনেকে পাশে থাকায় তাঁরা সুদৃশ্য মণ্ডপ তৈরিতে লেগেছেন। ক্ষুদ্র বাজেটে অর্থাৎ মাত্র দু লক্ষ টাকায় তৈরি হবে টাইটানিক জাহাজের আদলে পুজো মণ্ডপ। তাদের মূর্তি তৈরি করছেন স্থানীয় শিল্পী অজিত সিনহা।

অজিত সিনহা ইতিমধ্যে তাঁর শিল্পকলার ছাপ তুলে ধরেছেন বিভিন্ন উন্নতমানের কারুকার্যে। তাছাড়া তিনি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার মূর্তি বানিয়ে নজর কেড়েছেন দেশ বিদেশের অনেকের। পূজার চারদিন কোভিড প্রটোকল মেনে সাত্ত্বিকতার মধ্যে দিয়ে পালিত হবে দেবী দুর্গার আরাধনা। এতে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেছেন আয়োজকরা।

পাক পারমাণবিক প্রকল্পের জনক আব্দুল কাদের খান প্রয়াত, বিজ্ঞান মহলে শোকের ছায়া

ইসলামাবাদ, ১০ অক্টোবর (হি.স) : পাকিস্তানের পারমাণবিক প্রকল্পের জনক আব্দুল কাদের খান প্রয়াত। রবিবার সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছে ৮৫ বছর। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বিজ্ঞানী মহল। সীমান্তে পাকিস্তানের জনপ্রিয় পরমাণু বিজ্ঞানী ছিলেন আব্দুল কাদের খান। পারমাণবিক বোমা প্রকল্পের জন্য এইচইইউ ভিত্তিক গ্যাস-সেন্টিফিউস ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণ প্রোগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। রবিবার সকাল ৭টা নাগাদ ইসলামাবাদের এক হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতাই মৃত্যুর কারণ। এদিন ভোরেই হঠাত শ্বাসকষ্ট শুরু হয় খানের। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই চিকিতসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন পাক মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট জনেরা। পাকিস্তানের পারমাণবিক গবেষণায় আব্দুল কাদের খানের অবদান অনস্বীকার্য।

বারইগ্রামে দুস্থদের নতুন বস্ত্র বিতরণ রাধারমণ আশ্রমের

বারইগ্রাম (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : করোনা অতিমারির ফলে সর্বক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। ফলে বেকারত্বের পাশাপাশি আর্থিক অনটনে ভুগছেন অনেকে। এতে গ্রামীণ জনগণের হাল আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছে। এমন জটিল পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের কাছে পূজার আনন্দ বলতে কিছু নেই। যাদের ঘরে নুন আনতে পান্তা ফুরায়, তারা কি আর নতুন কাপড় কেনার কথা ভাবতে পারেন? গ্রামের দরিদ্র মানুষের প্রতি সম্মান জানিয়ে নিজেদের সেবামূলক কাজ অব্যাহত রেখেছে বারইগ্রাম রাধারমণ আশ্রম।

করোনাকালে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল রাধারমণ আশ্রম ও তাদের অনুমোদিত কিছু সংগঠন। একই সঙ্গে বিগত সালের মতো এবারও পূজার নতুন কাপড় দিয়ে দুস্থদের মনে হাসি ফুটানোর চেষ্টা করেছেন তাঁরা। সম্প্রতি শ্রীশ্রী গোপাল জিউ, শ্রীশ্রী রাধাবিনোদ ও শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউর আশ্রমের দুর্গা মণ্ডপে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিন শতাধিক দুস্থের হাতে নতুন কাপড় তুলে দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আশ্রম পরিচালন কমিটির সম্পাদক তরুণ চৌধুরী বলেন, আমরা বিগত দু বছর থেকে করোনা অতিমারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আশ্রম পরিচালনার পাশাপাশি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। গত বছর দেড়শো দুস্থের হাতে কাপড় দেওয়া হয়েছিল। এবার তা বাড়ানো হয়েছে। আগামী দিনে আরও মানুষের কাছে সেবামূলক প্রকল্প নিয়ে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন তরুণ চৌধুরী।

সমাজসেবী শিখা দে বলেন, সকলের আশীর্বাদ ও ভালোবাসা নিয়ে প্রভুপাদ রাধারমণ গোস্বামীজিউর কৃপা ও আদেশে আমরা সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছি। সকলের ভালোবাসা থাকায় বিগত বছর থেকে এ বছর আরও বেশি মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি নতুন কাপড় নিয়ে।

আশ্রমের প্রধান সেবাইত প্রণবানন্দ দাস বাবাজি বলেন, সকলের প্রচেষ্টায় একের পর এক সেবামূলক কাজ হচ্ছে। এভাবে যদি আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি তা-হলে ভগবানের আশীর্বাদের পাশাপাশি মানুষের ভালোবাসা থাকবে। কারণ শুধু পূজা-পার্বন নয়, মানবধর্ম পালন করে যাচ্ছে আশ্রম।

পুজোয় দুঃস্থদের নতুন পোশাক দিলেন মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন

পারডুবি, ১০ অক্টোবর (হি.স) : পুজোর মুখে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের পারডুবি বাজার সংলগ্ন এলাকায় দুঃস্থদের নতুন পোশাক তুলে দিলেন মাথাভাঙ্গার বিধায়ক সুশীল বর্মন।রবিবারের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সহ সভাপতি প্রতাপ সরকার, জেলা কমিটির সদস্য স্বপন বর্মন, ৭ নং মণ্ডলের সহ সভাপতি গণেশ রায়, সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত বর্মন সহ বিজেপি নেতারা।

বিধায়ক জানান, পারডুবি অঞ্চলের ২১টি বুথের ১৪০ জনকে নতুন পোশাক দেওয়া হয়। এছাড়াও তাঁর নিজ বিধানসভার ২৭০ টি বুথের দুঃস্থদেরও নতুন পোশাক দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি পুজোর দিনগুলোতে মণ্ডপে মণ্ডপে গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে জনসংযোগ করবেন বলেও জানান সুশীল বর্মন।- হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

নদিয়ায় ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু ছাত্রের, আহত আরও ২জন

কৃষ্ণনগর, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : পুজোর আনন্দে বিষাদের ছায়া। রবিবার নদিয়ার নাকাশিপাড়ায় ডাম্পারের ধাক্কায় প্রাণ হারায় চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও দুইজন। ঘাতক ডাম্পারটির পিছু নিয়ে আক্রান্ত হলেন এক পেট্রল পাম্পের কর্মী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়।

জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম আতিক রহমান শেখ। বয়স ১০ বছর। নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানার নাগাদি এলাকার বাসিন্দা আতিক দেবগ্রামের একটি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল। বাবা ইটাজুল শেখ বরাবরই দুই ছেলেকে খেলাধুলো করাতেন। অন্যান্যদিনের মতই রবিবার পঞ্চমীর সকালে দুই ছেলে আতিক ও আফিফকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন তিনি। যাওয়ার সময় পিছন থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি ডাম্পারের চাকায় পিষে মৃত্যু হয় আতিকের। তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন ইটাজুল ও আফিফ। জখম হন দু'জনই। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা খবর দেয় পুলিশে।

এদিকে ছাত্রটিকে পিষে দেওয়ার ঘটনাটি দেখে ডাম্পারটির পিছু নিয়েছিলেন অজয় সাহা নামে পেট্রল পাম্পের এক মেকানিক। বানগড়িয়া মোড়ে এক চায়ের দোকানের মালিক ও সেখানে থাকা কয়েকজন অজয়কে আটকান। বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁকে। এই সুযোগে চম্পট দেয় ডাম্পারটি। স্থানীয়দের অভিযোগ, ডাম্পারটিকে পালাতে সাহায্য করতেই অজয়কে আটকানো হয়েছিল।

লখিমপুর কাণ্ডে মন্ত্রী-পুত্র আশিস মিশ্র গ্রেফতার, আদালতে পেশ

লখনউ, ১০ অক্টোবর (হি.স) : লখিমপুরকাণ্ডের তদন্তে প্রথম থেকেই পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনায় অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছেলেকে শনিবার রাতে গ্রেফতার করল পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের প্রায় ১২ ঘণ্টা পর পুলিশ ঘোষণা করেছে, লখিমপুর হিংসাকাণ্ডে জড়িত থাকার অপরাধে আশিস মিশ্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লখিমপুরের ঘটনার পর থেকেই আশিস মিশ্রকে গ্রেফতার করার দাবি উঠতে থাকে নানা মহল থেকেই। লখিমপুর খেরিতে কৃষকদের গাড়ি চাপা দিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। তা নিয়ে তদন্তের পরেই আশিস মিশ্রকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, আশিসকে প্রায় ১২ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পরও সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি। একাধিক অসঙ্গতি ছিল তাঁর বয়ানে। আশিস মিশ্র দাবি করেছিলেন তিনি গত রবিবার অর্থাত ঘটনার দিন ঘটনাস্থল থেকে ৪-৫ কিলোমিটার দূরে একটি কুস্তি প্রতিযোগিতায় ছিলেন। কিন্তু স্থানীয় লোকজনের বয়ান বলছে ঘণ্টা দুইয়ের জন্য সেখান থেকে গায়েব হয়েছিলেন মন্ত্রীপুত্র। এছাড়া আশিস মিশ্রের মোবাইল ফোনের লোকেশনও বলছে, তিনি কুস্তি প্রতিযোগিতাতে ছিলেন না। রবিবার আদালতে তোলা হতে পারে আশিসকে। তাঁর বিরুদ্ধে জেরা চলাকালীন পুলিশের সঙ্গে অসহযোগিতার অভিযোগও রয়েছে।

হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

মানকাচরের অসম-মেঘালয় সীমান্তবর্তী গ্রামে কৃষকের ঘরে ডাকাতি

মানকাচর (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার অসম-মেঘালয় সীমান্তবর্তী কালাপানি পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার পানকাটা পুচকনিপাড়ায় জনৈক কৃষকের ঘরে ডাকাত পড়ে সর্বস্ব লুটে নিয়েছে। গতকাল গভীর রাতে প্রায় ১২ জনের এক ডাকাত দল কৃষক মতলেব মোল্লার ঘরে ঢুকে পরিবারের আট সদস্যের হাত-পা বেঁধে নগদ টাকা, সোনার গয়না সহ লক্ষাধিক টাকা সম্পত্তি লুটে নিয়ে গেছে বলে দাবি ভুক্তভোগীর।

পুচকমনিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা তথা কৃষক মতলেব মোল্লা পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে রাতের খাবার খেয়ে অন্যান্য দিনের মতো ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু রাত প্রায় ১২.৩০টা নাগাদ হঠাৎ দরজা ভেঙে ১২ সদস্যের এক ডাকাত দল তাঁর ঘরে ঢুকে প্রথমেই গৃহকর্তা মতলেব মোল্লা সহ মোট আট সদস্যের হাত-পা বেঁধে লুটপাট চালায়। আগন্তুকদের বাধা দিতে গেলে তারা তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী ও অন্যদের মারধর করেছে। তিনি বলেন, ডাকাতদের তাঁরা শনাক্ত করতে পারেননি। কারণ, তাদের সকলের মুখ কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। হাতে হাতে ছিল ধারালো অস্ত্র।

ভুক্তভোগী মোতলেব জানান, তাঁর ঘরে মজুত নগদ ৪৫ হাজার টাকা, সোনার গয়না ডাকাতের দল লুটে নিয়েছে। ডাকাতের দল প্রায় আধঘণ্টা লুটপাট চালিয়ে তাঁদের একটি ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে তালা লাগিয়ে পালিয়ে যায় ডাকাতের দল। বহু কসরত করে আজ ভোরের দিকে কোনওভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি কালাপানি পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাতির ঘটনা বর্ণনা করে এফআইআর দাখিল করেছেন।

এফআইআরের ভিত্তিতে একটি মামলা রুজু করে আজ সকালে কালাপানি থানা থেকে পুলিশের এক দল মোতলেবদের বাড়ি যায়। এদিকে পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, এখনও ডাকাতদের শনাক্ত করা যায়নি। তদন্ত চলছে।

শ্রীরামপুরে কোটি টাকার আফিং উদ্ধার

শ্রীরামপুর (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : কোকরাঝাড় জেলার গোসাইগাঁও মহকুমার অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী শ্রীরামপুরে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণের আফিং উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গোপন সূত্রের ভিত্তিতে গোসাঁইগাঁও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) সৌরভ গুপ্তার নির্দেশে শিমুলটাপু পুলিশের দল আজ রবিবার সকাল ৬.০০টায় হারাপুটা সংলগ্ন নিউটাউন এলাকায় জাতীয় সড়কে পিবি ১০ এফভি ০১৬৭ নম্বরের একটি ট্রাক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে দেখে। বহুক্ষণ গাড়ির চালকের অপেক্ষা করে পুলিশের দল। পরে অভিযানকারী পুলিশ ট্রাকটিকে কোনওভাবে শিমুলটাপু ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে ট্রাকে তালাশি চালিয়ে জ্বালানি তেলের খালি ট্যাংকের ভিতর থেকে নিষিদ্ধ আফিঙের ২০টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়।

এদিকে পুলিশের অভিযানের খবর পেয়ে ট্রাকের চালক পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। উদ্ধারকৃত নিষিদ্ধ আফিঙের বাজার মূল্য কোটি টাকার বেশি হবে বলে ধারণা করছে পুলিশ।

শিলিগুড়িতে সম্পত্তি বিবাদে খুন ভাই, গ্রেফতার বাবা-দাদা

শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর (হি.স) : সম্পতির বিবাদের জেরে দাদার হাতে ভাই খুন হলেন বলে অভিযোগ। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জয়ন্তিকা চা—বাগানের গুদামলাইনে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত বাবা ও দাদা গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জয়ন্তিকা চা—বাগানের গুদামলাইনে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ ছিল দাদা নরওয়ে বেগ ও ভাই রাকেশ বেগের মধ্যে।অভিযোগ এই বিবাদ থামানোর পরিবর্তে তাতে ইন্ধন দিতেন তাঁদের বাবা উইলিয়াম বেগ। জানা গিয়েছে, উইলিয়ামের বেশ কিছু সম্পত্তি আছে। যা তিনি বড় ছেলেকে দিয়ে যেতে যান। আর ছোট ছেলে এই বৈষম্য মানতে নারাজ। সমান ভাগের জন্য বারবার সে দাবি করত। আর এই নিয়ে দুই ভাইয়ের পারিবারিক বিবাদ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার রাতেও দুই ভাইয়ের ঝগড়া ও হাতাহাতি তুঙ্গে ওঠে। তারপর বিষয়টি থেমে গেলেও রবিবার সকালে রাকেশের নিথর দেখতে পান স্থানীয়রা। তাঁরা খবর দেন পুলিশকে। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে খবর, শরীরে আঘাতে চিহ্ন রয়েছে। বাবা ও দাদাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে কোনও ভারী বস্তু দিয়ে আচমকা আঘাত করা হয়েছে। তবে এটা প্রাথমিক অনুমান। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত কিছু বলা যাবে না। বাবা ও দাদাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

করোনার বিধিনিষেধ : মিনি বাজেটে দুর্গা পূজার আয়োজন বৃহত্তর পাথারকান্দিতে, হতাশা বণিক মহলে

পাথারকান্দি (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : আজ মহাপঞ্চমী। আগামীকাল সোমবার মহাষষ্ঠী। কার্যত মহাষষ্ঠী থেকে সনাতনীরা মেতে উঠবেন জগজ্জননী মা দুর্গার আরাধনায়। মায়ের আরাধনা করতে প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্নের পথে, চূড়ান্ত আয়োজনের ভীষণ ব্যস্ততা। এরই মধ্যে গতবারের মতো এবারও বিষাদের সুর সপ্তমে করে রেখেছে করোনা নামের দানব। করোনার সরাসরি প্রভাব পড়েছে কাপড়, প্রসাধনী ইত্যাদি ব্যবসায়ীর পাশাপাশি মৃৎশিল্পীদের মধ্যে। এ থেকে বাদ যায়নি করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ছোট শহর পাথারকান্দিও। বৃহত্তর পাথারকান্দি অঞ্চলে এবারও নেই কোনও বিগ-বাজেটের পুজো। স্থানীয় কয়েকজন মৃৎশিল্পী এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা একরাশ হতাশা ব্যক্ত করেছেন পুজো সম্পর্কে। পাথারকান্দির মাতৃ শিল্পালয়ের সত্বাধিকারী কালা আচার্য বলেন, বছরের এই প্রধান উৎসবের আয়ের উপর নির্ভর করে সারা বছরের পরিবার চলে তাঁদের। কিন্তু এবার যা পরিস্থিতি এতে মাথায় হাত পড়েছে এলাকার মৃৎশীল্পীদের। তাঁর কথায়, বিগত প্রায় কুড়ি বছর ধরে তিনি প্রতিমা গড়ার কাজের সঙ্গে জড়িত। গত বছর এবং এবার করোনা পরিস্তিতি যা অবস্থা তাতে এখন তাঁরা আর্থিকভাবে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গেছেন। এবার তাঁর কারখানায় কুড়িটি কাঠাম তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত আটটি মূর্তি চলে গেলেও বাকিগুলো রয়ে গেছে। তাই বাদবাকি মূর্তি নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন কালা আচার্য।

তিনি বলেন, এবার ২৫ থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত একেকটি প্রতিমা বিক্রি করছেন। সরকারি নিষেধাজ্ঞা, তাই বড় প্রতিমার কোনও অর্ডাই নেই। প্রথমে ভেবেছিলেন পরিস্থিতি অনুকূলে আছে, তাই বেশি করে প্রতিমার কাঠাম তৈরি করে মূর্তিও গড়েছিলেন। তবে আশানুরূপ অর্ডার হয়নি। এদিকে বাজারের অবস্থাও বেহাল। ঢাকে কাঠি পড়লেও ফাঁকা হাট বাজার। পূজার প্রাক্কালে সেই চেনা ভিড় দেখা যাচ্ছে না স্থানীয় বাজারে। কাপড়, জুতো, প্রসাধনী ইত্যাদির দোকান প্রায় ফাঁকা। হাতেগোনা একটি দিন। পাথারকান্দির এপলো শো রুমের সত্বাধিকারী জানান, একে-তো করোনার থাবায় মানুষের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট খারাপ। তাছাড়া অনলাইন শোপিঙের দাপটে তাঁদের বেজায় ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। আজকাল বেশিরভাগ মানুষই নিজেদের প্রয়োজনীয় কেনাকাটা অনলাইনে সেরে নিচ্ছেন। তবে আগামী দু একদিনের মধ্যে পরিস্থিতির কিছুটা রকমফের হতে পারে বলে তিনি আশাবাদী। এদিকে বৃহত্তর পাথারকান্দিতে বারোয়ারি ও ঘরোয়া মিলিয়ে প্রতিবছর প্রায় দেড়শতাধিক পুজো অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু এবার এই সংখ্যাত ১০০-র মধ্যে বলে খবর পাওয়া গেছে।

হিন্দুস্থান সমাচার / মনোজিৎ /

অগ্রিম জামিন নিয়ে থানায় আসতেই গ্রেফতার আত্মগোপনকারী জমি-দালাল আমজাদ, গেলেন কারাগারে

হাটশিঙিমারি (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : আত্মগোপন করে অগ্রিম জামিন নিয়েও রেহাই পেলেন না জনৈক জমি-দালাল। তিনি আমজাদ হুসেন। গতকাল রাতে দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলা সদরের খারুয়াবান্ধা পুলিশ ফাঁড়িতে হাতে অগ্রিম জামিনের কাগজ নিয়ে এসেছিলেন জমি-দালাল আমজাদ। কিন্তু পুলিশ ফাঁড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করে আজ রবিবার আদালতে পেশ করা হয়। আদালত তাকে ধুবড়ি জেলা কারাগারে পাঠিয়ে দিয়েছে।

খারুয়াবান্ধা ফাঁড়ির ইনচার্জ সমীরণ ডেকা জানান, জেলার মানকাচর থানাধীন সোনাপুর গ্রামের জনৈক নওসাদ আলির বছর ৫৫-এর ছেলে আমজাদ হুসেনকে গতকাল রাত প্রায় নয়টায় খারুয়াবান্ধা পুলিশ আটক করে। জমি-দালালির পাশাপাশি বহুজনের সঙ্গে ভূমি সংক্রান্ত ঠগ-প্রবঞ্চনা করার অভিযোগে খারুয়াবান্ধা ফাঁড়িতে নথিভুক্ত ৩৫৪/২১ নম্বর মামলার বলে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আজ সকাল প্রায় ১১টায় হাটশিঙিমারি মহকুমা বিচারবিভাগীয় আদালতে আমজাদকে পেশ করা হয়। আদালত ইতিমধ্যে তাকে ধুবড়ি কারাগারে পাঠিয়েছে।

পুলিশ অফিসার সমীরণ ডেকা আরও জানান, এই ঠগ প্রবঞ্চক জমি-দালাল আমজাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা নথিভুক্ত রয়েছে। এগুলির কয়েকটি মামলার অগ্রিম জামিন নিয়ে তিনি গতরাতে ফাঁড়িতে এসেছিলেন। কিন্তু জেলা পুলিশ প্রশাসন তাকে ঠগ ও প্রবঞ্চনা সংক্রান্ত এক মামলার ভিত্তিতে প্রথমে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। জেরার পর তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নির্দেশে রাজ্যজুড়ে জমি-দালাল সহ একাংশ সরকারি কার্যালয়ে দালালচক্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। এতে বেগতিক দেখে আত্মগোপন করেছিলেন আমজাদ হুসেন। একজন লাটমণ্ডলের সহযোগিতায় বহু মানুষকে জমির কাজ করে দেওয়ার নামে প্রবঞ্চনা করার অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। বহু জনের কাছ থেকে মাথাপিছু লক্ষাধিক টাকা আদায় করে একজনের জমি অন্যের নামে নামজারি করারও অভিযোগ আছে।

ফাঁড়ির ইনচার্জ সমীরণ ডেকা আরও জানান, খারুয়াবান্ধা গ্রামের জনৈক হাসেন আলির জমি স্থানীয় ময়নাল হক নামের একজনের নামে নথিপত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন আমজাদ হুসেন। এ ঘটনার পর হাসেন আলি গত ২ অক্টোবর একটি এফআইআর দাখিল করেন। এফআইআর-এর ভিত্তিতে ৩ অক্টোবর ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০(বি), ৪০৬, ৪০৯, ৪২০, ৪৬৮, ৪৭১ নম্বর ধারায় ৩৫৪/২১ নম্বরে এক মামলা রুজু করা হয়ে আমজাদ হুসেনের বিরুদ্ধে। তিনি জানান, অন্য কয়েকটি মামলায় অগ্রিম জামিন পেলেও ওই মামলার অধীনে তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

কর্ণেল চৌমুহনি যুব সংস্থার পুজো প্যান্ডেল প্রস্তুতি প্রায় শেষ। ছবি ঃ নিজস্ব

উদয়পুর নবশক্তি সংঘের পক্ষ থেকে করোনা ফ্রন্ট লাইন যোদ্ধাদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর১, ০ অক্টোবর।। শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষে মানবিক সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে আজ উদয়পুর মহারানীর বিভিন্ন জায়গায় দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। সব মিলিয়ে প্রায় একশত জন মহিলা, পুরুষ এবং শিশুদের মধ্যে আজ বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এটি ছিল সংস্থার দ্বিতীয় কার্যক্রম। উল্লেখ্য, গত ১৫ আগস্ট উদয়পুর পৌর পরিষদের প্রাক্তন পৌরপিতা শ্রদ্ধেয় শীতল চন্দ্র মজুমদার মহোদয়ের হাত ধরে মানাবিক সামাজিক সংস্থা তার পথ চলা শুরু করেছিল।

আজকের এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিল সংস্থার সভাপতি বিজন মজুমদার , সম্পাদক রাজেশ সাহা, সহ-সভাপতি রাজু দে , কোষাধক্ষ্য সৌরভ সাহা এবং সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। সংস্থার পক্ষ থেকে আগামী দিনেও এই ধরনের সামাজিক কার্যাবলী জারি থাকবে বলে জানানো হয়। সর্বশেষে সংস্থার পক্ষ থেকে রাজ্যবাসী কে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয় এবং কোভিড-১৯ এর নিয়ম কানুন মেনে চলার গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রাক পূজা পরিক্রমা- কল্যাণপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১০ অক্টোবর।। রাত পোহালেই জাতির শ্রেষ্ঠ উৎসব দূর্গোৎসব। ইতিমধ্যে শারদ উৎসবের দামামা বেজে গেছে শহর থেকে নগর, গ্রাম থেকে অলিতে গলিতে সর্বত্রই। নিজেদের সাধ আর সাধ্যের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরি করেই মানুষ প্রস্তুত হচ্ছে দশভুজার আরাধনায়। মিনি শহর কল্যাণপুর এবং তার পার্শবর্তী গ্রামীণ জনপদ গুলো বলা চলে শারদ বরণে চূড়ান্ত প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছে।
তেমন বড় বড় বাজেটের পুজো সাধারণত কল্যাণপুর এলাকায় হয় না , কিন্তু তারপরেও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততায় ভর করে ভালো বাজেটের পূজা বরাবরই উপহার দিয়ে আসছে বেশ কয়েকটি সামাজিক সংস্থা কিংবা ক্লাব।

বাঘাযতীন ক্লাব :
খোয়াই তেলিয়ামুড়া সড়ক লাগোয়া কল্যাণপুরের শহর উপকণ্ঠের এই ক্লাব বরাবরই কল্যাণপুর বাসীকে আকর্ষণীয় পূজা উপহার দিয়ে আসছে। প্রতিবছরই ভিন্ন ভিন্ন আয়োজনের নজির রয়েছে এই বাঘাযতীন ক্লাবের। এবছর করুণার ভ্রুকুটি কে উপেক্ষা করে অন্যান্যবারের তুলনায় বাজেটে কিছুটা হ্রাস ঘটিয়েছে কল্যাণপুরের অন্যতম এই বনেদি ক্লাব।
প্রতিবছরই বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক কর্মসূচি প্রতিপালন করছে বাঘাযতীন ক্লাব, ক্লাবের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে এখনও স্থির না হলেও এ বছরও ক্লাব কিছু না কিছু সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়াবে।

একত্র সংঘ :
মিনি শহর কল্যাণপুরের হাইপ্রোফাইল এলাকায় এই একত্র সংঘের পূজা বরাবরই গোটা ব্লক এলাকার অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। এবছর ছোট পরিসরে পূজা হচ্ছে। তবে লৌকিকতা কম হলেও এবছরও অন্যান্যবারের মত সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানোর দৃষ্টান্ত স্থাপন করার মাধ্যমেই শারদ উৎসব পালন করতে যাচ্ছে একত্র সংঘ - এমনটাই জানা গেছে ক্লাব সূত্রে।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউথ ক্লাব :
বিগত কয়েক বছর ধরে কল্যাণপুর ব্লক এলাকার কম বাজেটের আকর্ষণীয় পূজার মধ্যে প্রথম সারিতেই থাকছে ঘিলাতলী গ্রামের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইয়ুথ ক্লাবের পূজা। এবছরও প্রায় ৪০ ফুট উঁচু কাল্পনিক মন্দির তৈরি করছে ক্লাবের কর্মীরাই। বাজেট বিগত বছরের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্লাবের সম্পাদক বিপ্লব দাস। প্রতিবছরের মতো এবছরও ক্লাব প্রাঙ্গণে মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বেশ কিছু সামাজিক কর্মকান্ডও রয়েছে- এমনটাই জানা গেছে ক্লাব সূত্রে।

শান্তি প্রীয় সংঘ :
গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত হলেও উদ্যম আর উৎসাহের সাথে সমস্ত অংশের মানুষের সার্বিক সহযোগিতার মেলবন্ধনে যে বড় আকারের পূজা উপহার দিয়ে তাক লাগানো যায় তার নিদর্শন কল্যাণপুরের দক্ষিণ দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিপ্রিয় ক্লাব। এবছর করুনার প্রভাবে মানুষের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে ছোট পরিসরের পূজাই করছে শান্তিপ্রিয় সংঘ। তবে শারদ উৎসবকে সামনে রেখে স্বচ্ছ ভারত অভিযান সহ নানা ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়াবে ক্লাবের উদ্যমী কার্যকর্তারা -এমনটাই জানিয়েছেন ক্লাবের সভাপতি শুভংকর সেন। এই উল্লেখযোগ্য পূজাগুলি ছাড়াও নেতাজি ক্লাব, গোপালনগর সামাজিক সংস্থা, দক্ষিণ ঘিলাতলীর ওয়াতিলং পাড়া পূজা, উত্তর মহারানীর বেশকিছু উপজাতি এলাকার পূজা, কমলনগরের চিরাচরিত পূজা আয়োজন, তোতাবাড়ির দেশবন্ধু ক্লাব, বাগানবাজার সহ মোট ৭৫টি (এখনও পর্যন্ত সরকারি পরিসংখ্যান) পূজা রয়েছে কল্যাণপুর ব্লক এলাকায়।তেমন বৃহৎ আকারের পূজার আয়োজন না থাকলেও বলা চলে উৎসাহ, উদ্দীপনা আর স্বতঃস্ফূর্ততায় ভর করেই গোটা কল্যাণপুর প্রস্তুত হচ্ছে শারদ বরণে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ডিব্রুগড়ে উৎখাত দেহ ব্যবসার ঘাঁটি, গ্রেফতার মহিলা সহ চার

ডিব্রুগড় (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : ডিব্রুগড়ের তিনটি স্থানে হানা দিয়ে একটি দেহ ব্যবসা চক্রকে উৎখাত করেছে পুলিশ। দেহ ব্যবসা চক্রের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে চারজনকে। এছাড়া চারটি মেয়েকেও তাদের কবল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের বাবু আলি, হেমন্ত গগৈ, নাজিম আহমেদ এবং ফরিদা বেগম বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। ডিব্রুগড়ের পুলিশ সুপার শেতাঙ্ক মিশ্র এ সম্পর্কে বলেন, তাঁর কাছে খবর ছিল জেলা সদরে কয়েকটি দেহ ব্যবসার ঘাঁটি রয়েছে।

মহানাম অঙ্গনে বিশেষ স্মরণোৎসব ১৪ অক্টোবর

আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। আগরতলা বনমালীপুরস্থিত শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনে আগামী ১৪ অক্টোবর মহানবমী তিথিতে মহামহোপাধ্যায় আচার্য শ্রীমান মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির ২৩তম মহাপ্রয়াণ তিথি উপলক্ষ্যে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও আগরতলা বনমালীপুরস্থিত শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনে সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে সূচক কীর্তনসহ বিশেষ স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া জাগরণ কীর্তন, মঙ্গলারতি, টহল কীর্তন, মহাপ্রসাদ অর্পন ও সন্ধ্যারতি যথাযথভাবেই হবে। তবে, সরকারের করোনা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ মেনেই সমস্ত অনুষ্ঠান করা হবে। এই মহতী অনুষ্ঠানে সকল ভক্তদের আন্তরিকতাপূর্ণ উপস্থিতি ও সহযোগিতার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের সম্পাদক সুদীপ কুমার রায় এই সংবাদ জানিয়েছেন।

কাকড়াবনে বাজার শেডের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর১, ০ অক্টোবর।। সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে রবিবার উদয়পুর মহকুমা ৩৩ কাকরাবন বিধানসভা কেন্দ্রের জামে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় নবনির্মিত মার্কেট শেডের উদ্ভোধন হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্ভোধন করেন রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম মজুমদার, সমাজসেবী অভিষেক দেবরায়, রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান জসীম উদ্দিন, সমাজসেবী বিশ্বজিত সরকার, সমাজসেবী রফিক মিয়া প্রমুখ। এদিন এই অনুষ্ঠানে মধ্যে দিয়ে দশ জন বেকার দের মধ্যে বেকার শেড ঘর প্রদান করা হয় । এই অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয় "। বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী রামপসাদ পাল সহ অন্যান্য অতিথিরা।

সেনা প্রধানের

● প্রথম পাতার পর

এমএম নারাভনে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, লাদাখ সীমান্ত থেকে যদি চিন সেনা না সরায় তবে ভারতও সরাবে না।
দফায় দফায় এই একই বিষয় নিয়ে দুই দেশের বিভিন্ন মহলে বৈঠক হয়েছে। বেজিংয়ের তরফে মুখে শান্তিপ্রক্রিয়ার বুলি আওড়ানো হলেও দেখা গেছে, সীমান্তে লাল ফৌজ শুধু ততপরই নয়, বরং শক্তিবৃদ্ধি করেই চলেছে। সম্প্রতি অরুণাচল সীমান্ত দিয়ে প্রায় ২০০ চিনা সেনা ভারত ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল। ভারতীয় জওয়ানরা ততপর হওয়ায় সুবিধে করতে পারেনি তারা।
এর সঙ্গে প্রকৃত সীমান্ত রেখার কাছে একের পর এক নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছে পিপলস লিবারেশন আর্মি বা পিএলএ। পালটা জবাব দেওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা আছে ভারতের কাছে তা জানিয়ে তিনি বলছেন, "পিএলএ যে ভাবে তাদের দিকে নির্মাণকাজ চালাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে, ওরা ওখানেই স্থায়ীভাবে থাকার বন্দোবস্ত করছে। ওরা যদি এরকম ভাবনাচিন্তা করে, তা হলে থেমে থাকব না আমরাও। আমাদের সেনাও একই রকম ব্যবস্থা করবে।"

যুবক

● প্রথম পাতার পর

উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করোক পুলিশ। তবে পূর্বশত্রুতার জেরে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে কৃষকের এই দাবিকে মান্যতা দিচ্ছে স্থানীয় জনগণ। যার ফলে এই সমস্যা যাতে আরও বৃদ্ধি না হয় তার জন্য পুলিশকে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণের দাবি এলাকার সচেতন মহলের।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

গতকাল রাতে কে বা কাহারা রাস্তার পাশে রেখেগেছে। সারারাতব্যাপী শিশুটি রাস্তায় পরেথাকায় শিশুটির শরীরে ক্ষত বিক্ষত হয়েগেছে। তাই চিকিৎসারজন্য শিশুটিকে শান্তির বাজার জেলাহাসপাতালে রাখাহয়েছে। শিশুটির সঠিকভাবে চিকিৎসার পর সমস্ত নির্দেশিকা মেনে শিশুটিকে শিশুগৃহে দেওয়াহবে বলে জানান চাইল্ড লাইনের কতৃপক্ষ।

জীবনদীপ

● প্রথম পাতার পর

এই খবর আসার পর শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। এলাকাসুত্রে জানাযায় রতন দে ছিল অনেকটা শান্ত স্বভাবের। কারো সঙ্গে তার কোন ঝামেলা ছিলো না। রাজমিস্ত্রীর কা করতো সে। বর্তমানে তার পরিবারে রয়েছে মা, স্ত্রী ও তার একমাত্র ছেলে সত্যজিৎ। রতন ছিল পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস। তার মৃত্যুতে আরো অসহায় হয়ে পরলো হত দরিদ্র পরিবারটি।

এদিকে শনিবার পরন্ত বিকেলে রতনের শব দেহ নিজ বাড়িতে পৌঁছলে তাকে দেখতে ঢল নামে মানুষের। কান্নায় ভেঙে পরে তার গোটা পরিবার। বৃদ্ধ মায়ের কান্নায় ভারী হয় উঠে আকাশ বাতাস। চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি শ্মশানে আসা পাড়া প্রতিবেশীরা। কিন্তু অপলক চোখে তখনো ঠাই দাড়িয়ে তার একমাত্র সন্তান সত্যজিৎ। দীর্ঘক্ষন ধরে চলা এই শোক আবহের মাঝে শনিবার বিকাল বেলায় রীতিনীতি মেনে শেষ হয় তার শেষকৃত্য।

যদিও ট্রেনে থাকা প্রতক্ষদর্শীদের মতে চলন্ত ট্রেনের দড়জায় দাড়ানোর জন্যই ঘটে এই বিপত্তি।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

মত যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। যাতে প্রয়াত কর্মচারির ছেলেমেয়ে বা পরিজনদের আকস্মিক আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে না হয়। নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আসার ফলে যোগ্য প্রার্থী চয়ন করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। পূজো অ্যাডভান্সের অর্ধরাশি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের ফলে কর্মচারিগণ যেমন উপকৃত হবেন তা পরোক্ষে বাজার অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সপ্তম পে স্কেল, এলটিসি'র ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা, অধ্যাপকদের জন্য ইউজিসি স্কেল সহ কর্মচারিদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষক কর্মচারিগণ রাজ্য সরকার দ্বারা সরকারি কর্মচারিদের স্বার্থে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে স্পোর্টস স্কুলের কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমবায় মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক মিমি মজুমদার, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মানিক সাহা, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব অমিত রক্ষিত, বিবেকানন্দ বিচারমঞ্চের সভাপতি তথা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ বিচারমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম মজুমদার, বিবেকানন্দ বিচারমঞ্চের অন্যতম সদস্য সঞ্জয় মিশ্র প্রমুখ।

জনঢল

● প্রথম পাতার পর

হবে।কোনো সমাবেশ করা চলবে না।পূজার আগে ও পরে মণ্ডপ স্যানিটাইজ করতে হবে।কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে না। মণ্ডপগুলোতে একসাথে ৫ থেকে ১০ জন সামাজিক দূরত্বব বজায় রেখে প্রতিমা দর্শন করতে হবে। যদি সম্ভব হয় পূজা উদ্যোক্তারা দর্শনার্থীদের থার্মাল স্ক্রীনিং করার জন্য। আর যাদের মধ্যে কোভিড সংক্রান্ত সংক্রমণের লক্ষণ রয়েছে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে আলাদা রেখে মেডিকেল টিমকে খবর দেওয়ার জন্য।পূজা কমিটি পূজার দিন এবং পরে কোন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে না।পূজা কমিটিগুলি প্যান্ডেলগুলিতে এমন কোন অযৌক্তিক আলোর ব্যবস্থা করবে না যা দর্শকদের অত্যধিক সমাবেশকে আকৃষ্ট করতে পারে। যতদূর সম্ভব, ক্লাব/পূজা কমিটি পরিদর্শনের সুবিধার্থে পূজা মন্ডপ/প্যান্ডেল থেকে দূরে বড় পর্দা/জ্রক্কঙ্গ স্ক্রিনের ব্যবস্থা করতে পারে।ক্লাব/পূজা কমিটি সাধারণ জনসাধারণের দ্বারা পূজা দেখার জন্য স্থানীয় টিভি চ্যানেল ব্যবহার করতে পারে। ক্লাব/পূজা কমিটির মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং আয়োজকদের পুরস্কার বিতরণ এড়ানো যেতে পারে। পুরোহিতরা প্রয়োজনে মাইক ব্যবহার করতে পারেন। অঞ্জলি প্রদানের ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১৫ জন একসাথে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অঞ্জলি প্রদান করতে হবে।বিসর্জনের দিন প্রতিটি জেলার ডিসি পূজা কমিটিগুলির উদ্দেশে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে।

উদয়পুর সংযোজন ঃ পঞ্চমীর সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জনগণের জন্য পূজা মন্ডপ খুলে দেওয়া হলো নবশক্তি সংঘের মন্ডপ। আজ সন্ধ্যায় এক ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হলো নবশক্তি সংঘের পূজা মন্ডপ। উদ্বোধন করেন মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চ্যায়ার পার্সন সুজন কুমার সেন। উপস্থিত ছিলেন ফুলকুমারী পঞ্চায়েতের প্রধান কেশব দাস, মহকুমা বন আধিকারিক কমল ভৌমিক , নবশক্তি সংঘের সভাপতি বিপুল দে ,ক্লাব সদস্য তথা বিবেকানন্দ বিদ্যা পীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থ সারথি দাস।
বক্তারা করোনা আবহে সরকারী দপ্তরের পাশাপাশি সাংবাদিকদের কার্য কলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আজ এই পূজা মন্ডপ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে করোনা সাথে লড়াইকারী প্রথম সারির যোদ্ধাদের সম্মাননা, মানপত্র ও দুর্গা প্রতিমার অবয়ব প্রদান করেন। অন্যান্য দপ্তরের পাশাপাশি রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ আধিকারিক রাজীব দেবনাথ, আই সি এ দপ্তরের আধিকারিক সুমন দাস ও উদয়পুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি অপুরাম সরকার ও উদয়পুর প্রেস ক্লাব সদস্য জসিম উদ্দিনের হাতে স্মারকলিপি ও মানপত্র তুলে দেওয়াহয়। নবশক্তি সংঘ এলাকার ক্ষুদে শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শনার্থীদের মন কেড়ে নিয়েছে। পঞ্চমীর রাতেই নবশক্তি সংঘের পূজো প্যান্ডেলে উপছে পরা ভীড় লক্ষ্য করা যায়।

সিপিআইএমএল

● আটের পাতার পর

এমন সময়ে বাজারে এই দুই উপজাতি যুবককে দেখে তৎক্ষণাৎ রাজনৈতিকভাবে বদলা নেওয়ার ষড়যন্ত্র রচনা করে স্থানীয় সিপিএমের নেতৃত্বের একাংশ। এলাকার এনএলএফটি সন্ত্রাসবাদী মুদিরাম ত্রিপুরার ভাই হরেন্দ্র ত্রিপুরা -- এই জিগির তুলে তাদের সন্ত্রাসবাদি হিসাবে আখ্যায়িত করে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের শিকার বানিয়ে ফেলা হয় মুহুর্তের মধ্যে। কমরেড বীরচন্দ্র ও হরেন্দ্র বুঝতে পেরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। সিপিএম আশ্রিত দুবৃত্তরা তাদের ধরে এনে বিদ্যুতের খুঁটিতে তার দিয়ে বেধে পেটাতে শুরু করে। তাদের রাজনৈতিক পরিচয় মুহুর্তে বিলীন হয়ে যায়। বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গণপ্রহারে তাদের নৃশংসভাবে খুন করা হয়।
অভিশপ্ত ৮ অক্টোবর প্রকাশ্য দিনের বেলায় এক জঘন্য রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও জিঘাংসার শিকার হন তাঁরা। কারণ কমরেড বীরচন্দ্র ও কমরেড হরেন্দ্র এলাকায় সিপিআই(এমএল) -এর ভিত্তিপ্রস্তর সাপন করেন।পূর্ব পিলাকে তাঁরা শাসক সিপিআই(এম) -এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন।ফলে এলাকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সিপিএম। তাই এলাকার বাইরে দীর্ঘদিন যাবৎ রাজনৈতিক কাজকর্ম করতে বাধা দিতে শুরু করে সিপিএম। পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হত। মিছিল মিটিংয়ে আসতে কয়েকবার বাইখোরা থানায় কমরেডদের কয়েকবার আটক করা হয়েছিল। মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছিল। কমরেড বীরচন্দ্র ও হরেন্দ্র ত্রিপুরার রাজনৈতিক পরিচয় সিপিএম নেতারা ভালোভাবে জানতো। পূর্ব পিলাকে ত্রিপুরী জনজাতি সমাজে তখন সিপিআই(এমএল) রাজনৈতিক কাজকর্ম ও গনভিত্তির কথা সবাই জানে। জনজাতি গরীব সাধারণ জনগণের জীবন জীবিকা ও তাদের অধিকার নিয়ে গণআন্দোলন গড়ে উঠেছে এলাকায়। এরই অঙ্গ হিসাবে কমরেড বীরচন্দ্র ত্রিপুরা এডিসি নির্বাচনে বীরচন্দ্রনগর-কলসী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। স্থানীয় নেতা হিসাবে ইতিমধ্যে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। কমরেড হরেন্দ্র ত্রিপুরাও সিপিআই(এমএল) -এর কর্মী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ঘটনার সময় অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন মানুষ বুঝতে পেরেও প্রতিবাদ করার সাহস পাননি। খুন হয়ে যাওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে পুলিশ এসে কিছু দুবৃত্তের বিরুদ্ধে খুনের মামলা নেয়। কিন্তু পরে সিপিএম নেতাদের নির্দেশে নিয়মরক্ষা করতে গণরোষে হত্যার মামলা নেয়। এমনকি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আরও গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়ার অজুহাতে পুলিশ পরিবারের হাতে মৃতদেহ দেয়নি। কয়েকদিন পরে পুলিশের বাধা সত্বেও সিপিআই(এমএল) রাজ্য নেতৃত্ব পূর্ব পিলাকে অস্থায়ী শহীদ বেদী স্থাপন করে এলাকার জনজাতি জনগণকে সমাবেশিত করে শোক পালন করেন। জনসংযোগ স্থাপন করে। সাম্প্রদায়িক হিংসার মনোভাব এতে প্রশমিত হয়। সিপিআই(এমএল) -এর তরফে সিপিএমের নির্দিষ্টভাবে একাংশ নেতাদের এই হত্যাকান্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগ জানালেও পুলিশ তা গ্রহণ করেনি। আদালতে এই প্রশ্নে মামলা করতে আমরা ব্যর্থ হই। স্বাভাবিক ভাবেই বাম শাসনে কমরেড বীরচন্দ্র ও হরেন্দ্র ত্রিপুরা হত্যার ন্যায় বিচার পাওয়া যায়নি। কমরেড বীরচন্দ্রের অনাথ শিশুদের বেঁচে থাকার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেয়নি নির্দয় বামফ্রন্ট সরকার।
বামফ্রন্ট শাসনে রাজনৈতিক দুবৃত্তায়নের ফলে এবং দীর্ঘ বাম শাসনে অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদি বামপন্থী আদর্শ ও রাজনীতির প্রসার ঘটেনি, তাই এই হত্যাকান্ড ঘটেছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের ন্যায্য সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে, নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস, হামলা হুজ্জুতি করে এবং সর্বোপরি খুন খারাপি করে ক্ষমতায় টিকে থাকার বুর্জোয়া কৌশল আয়ত্ত করেছে সিপিআই(এম)। যা এর পেছনে দায়ী।
আর এখন ফ্যাসীবাদি বিজেপি -র শাসনে রাজনৈতিক দুবৃত্তায়নের একটি সর্বোচ্চ রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আইনের রক্ষক পুলিশের সহযোগিতায় এবং সরকারি মদতে অসংসদীয় ও বেআইনী দুবৃত্ত ও বাইকবাহিনী হয়ে উঠেছে বিজেপি -র শাসনে দমনের অন্যতম হাতিয়ার। সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নেতা কর্মীরা ও বিশেষ করে বামপন্থীরা যাতে স্বাভাবিক রাজনৈতিক কাজকর্ম, মিছিল মিটিং, সমাবেশ করতে না পারে তার জন্য বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে নির্বিচারে। করোনা অতিমারিকে এক্ষেত্রে বারবার নগ্নভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাদের উপর বর্বর হামলা ও হুজ্জুতি, মিথ্যা মামলা, পুলিশী হয়রানী করা হচ্ছে নিয়মিতভাবে। পার্টি অফিসে ভাঙচুর, আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে নির্বিচারে। বিরোধী বামপন্থী নেতা কর্মীরা প্রাণঘাতী হামলার স্বীকার হচ্ছেন। খুন হচ্ছেন।
তাই কমরেড বীরচন্দ্র ও হরেন্দ্র ত্রিপুরা স্মরণ সভাতে আজ আমাদের বুর্জোয়া শ্রেনী শাসন ব্যবস্থার অঙ্গ রাজনৈতিক দুবৃত্তায়নের বিরুদ্ধে আমাদের যেমন সরব ও সোচ্চার হতে হবে, শাসন ক্ষমতায় যে দলই থাকুক না কেন। তেমনি এই প্রশ্নে আজ ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে এবং জনগণের জীবন জীবিকা রক্ষার জন্য গণআন্দোলন, বিপন্ন আইনের শাসন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তবেই কমরেডদের বলিদান সার্থক

চারজন

● প্রথম পাতার পর

থানার পুলিশ মদ বিরোধী অভিযানে সফলতা অর্জন করছে। কল্যাণপুর বাজারে সফল পুলিশি অভিযানের পর কল্যাণপুর থানাধীন মোহরছড়া বাজারে সফল পুলিশি অভিযান। আজকের পুলিশি অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন কল্যাণপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর প্রিয়রঞ্জন সাহা, সাব-ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ দাস এবং বিশ্বজিৎ চৌধুরী।

সংবাদে জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরেই বেআইনিভাবে দেশী এবং বিদেশী মদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল মোহরছড়ার দেবেন্দ্র গোপের ছেলে অজিত গোপ। মোহরছড়া বাজার এবং সন্নিহিত এলাকায় নেশার বাড়বাড়ন্ত প্রতিরোধে বেশ কিছুদিন ধরেই তক্কে তক্কে ছিল কল্যাণপুর থানার পুলিশ। কিন্তু কোন ভাবেই বাগে আসছিল না অজিত গোপের মতন নেশা কারবারিরা কিংবা বন্ধ হচ্ছিল না অবৈধ মদ ব্যবসা। অবশেষে আজ অর্থাৎ শুক্রবার সন্ধ্যা রাতে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে এক সময় নিজের দোকান তালা বন্ধ করে পালিয়ে যায় অজিত গোপ।

পরবর্তী সময়ে পুলিশ বাজার সেক্রেটারি এবং অন্যান্য বেশ কয়েকজন সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে অজিত গোপের দোকানের তালা ভেঙ্গে ফেলে এবং এই দোকান থেকে বেশকিছু পরিমাণের দেশী এবং বিদেশী মদ উদ্ধার করে কল্যাণপুর থানায় নিয়ে আসে। পুলিশের এই সফল অভিযানে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে সাধারণ মানুষ। এই অভিযান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অভিমত দিতে গিয়ে কল্যাণপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর প্রিয় রঞ্জন সাহা জানিয়েছেন আগামী দিনে অর্থাৎ কালীপূজা পর্যন্ত পুলিশের এই মদ বিরোধী বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে।
মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ ভেইকেলস চেকিং -এ বসে ১৩০ কেজি শুকনো গাঁজা সহ তিনজনকে আটক করে। ঐ সময় গাঁজা বোঝাই গাড়ীটির চালক রূপম চাকমার মোবাইল ফোনে একটি নাম্বার থেকে বারবার ফোন আসছিল তখন পুলিশ ফোন নাম্বারের লোকটির সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং পূবপরিকল্পনা অনুযায়ি তাকে টাকা নিয়ে আসার কথা বলে।
অন্যদিকে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশের পাতা এই ফাদে পা দিয়ে বিকাল হতে না হতেই গাঁজা পাচারকারীরা এক যুবককে ১ লক্ষ টাকা দিয়ে মুঙ্গিয়াকামী থানায় পাঠায়, ঐ যুবকের নাম আশিষ নাগ তার বাড়ি রাজধানীর শিবনগর এলাকায় বলে জানা যায়।
পুলিশকে ঘুস দিতে আসা ঐ যুবক জানায় তাকে নাকি অভিজিৎ দে ও দিপঙ্কর সাহা নামের দুজন গাঁজা পাচারকারী পুলিশকে ঘুস দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছে, তাছাড়া সে একথাও জানায় যে খয়েরপুর এবং রানীবাজার এলাকায় নাকি ১০ থেকে ১২ জনের একটি গাঁজা পাচারকারীদের টিম রয়েছে। পুলিশ আশিস নাগ নামে যুবক কে গ্রেপ্তার করে। উল্লেখ করা যায় যে ,রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর মুখ্যমন্ত্রী বিপলব কুমার দেব নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার বুলি ছেড়ে ছিলেন। কিন্তু গত সাড়ে তিন বছরে এত প্রীম গাঁজা রাজ্যে উৎপাদন হয়েছে পুলিশের হাতে আটক হওয়া গাজার হিসেব দেখলেই সহজেই বুঝা যায় কত পরিমান গাজা গত তিন বছরে উৎপাদন হয়েছে। সাধারন মানুষ এমন তাই প্রশ্ন তুলেছেন।

খেলাধুলা

টি-২০ বিশ্বকাপের পুরস্কার মূল্যের তালিকা ঘোষণা করল আইসিসি, বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দল পাবে ১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

কলকাতা, ১০ অক্টোবর (হি.স.) : আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলকে পুরস্কার হিসেবে ১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়া হবে আইসিসির তরফে। রানার্স দল পাবে এর অর্ধেক। অর্থাৎ, বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দল ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১২ কোটি টাকা এবং রানার্স দল পাবে প্রায় ৬ কোটি টাকা।রবিবার এমনটাই ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা আইসিসি রবিবার বিশ্বকাপের পুরস্কার মূল্যের তালিকা ঘোষণা করে। তাতে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ২০১৬-র টি-২০ বিশ্বকাপের মতোই এবারও প্রতিটি ম্যাচ জেতার জন্য বোনাস অর্থ দেওয়া হবে বিজয়ী দলকে।

সেমিফাইনালে হেরে যাওয়া দুই দল ৪ লক্ষ মার্কিন ডলার করে, অর্থাৎ প্রায় ৩ কোটি টাকা করে পুরস্কার পাবে। সুপার টুয়েলভ থেকে বিদায় নেওয়া ৮টি দল ৭০ হাজার মার্কিন ডলার করে হাতে পাবে।প্রথম রাউন্ড থেকে যে ৪টি দল ছিটকে যাবে, তারা ৪০ হাজার মার্কিন ডলার করে পাবে। প্রথম রাউন্ডের প্রতিটি ম্যাচ জেতার জন্য দেওয়া হবে ৪০ হাজার মার্কিন ডলার করে। মোট ১২টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে প্রথম রাউন্ডে। সুপার টুয়েলভের প্রতিটি ম্যাচ জেতার ক্ষেত্রেও একই পরিমাণ অর্থ দেওয়া হবে। সুপার টুয়েলভে মোট ৩০টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

অবশেষে জয় পেল ভারত

শুরু থেকে ডিফেন্স লাইন অনেক উপরে এনে নেপালকে চাপে রাখার কৌশল নিল ভারত। সে কৌশল কাজেও দিল। কিন্তু গোলের দেখা পাচ্ছিল না সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের রেকর্ড সাতবারের চ্যাম্পিয়নরা। অবশেষে ম্যাচের ডেডলক ভাঙলেন সুনিল ছেত্রি। ভারতও পেল চলতি আসরে প্রথম জয়ের স্বাদ। মালদ্বীপের রাজধানী মালের রাশমি ধান্দু স্টেডিয়ামে রোববার নেপালকে ১-০ গোলে হারায় ভারত। ৮২তম মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন ছেত্রি। স্বস্তির জয়ে সাফের ফাইনালে খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখল ভারত। টানা দুই ড্রয়ের পর জয় পাওয়া ইগর ইস্তিমাচের দল তিন ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে উঠে এসেছে তৃতীয় স্থানে। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে নেমে গেছে বাংলাদেশ।

তিন ম্যাচে ৬ করে পয়েন্ট স্বাগতিক মালদ্বীপ ও টানা দুই জয়ের পর প্রথম হারের স্বাদ পাওয়া নেপালের। রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতির এবারের আসরে চার দলের সামনে আছে ১৬ অক্টোবরের ফাইনালে খেলার সুযোগ।আগামী বুধবার নিজেদের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত ও মালদ্বীপ এবং বাংলাদেশ ও নেপাল।অষ্টাদশ মিনিটে বাঁ দিক দিয়ে আক্রমণে ওঠা ছেত্রি প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডার অনন্ত তামাংয়ের সঙ্গে পেরে ওঠেনি। বাইলাইনের একটু উপর থেকে শট নেওয়ার আগেই তামাং কর্নারের বিনিময়ে বিপদমুক্ত করেন। প্রথমার্ধের শেষ দিকে সতীর্থের ক্রসে দূরের পোস্টে ফাঁকায় থাকা ছেত্রি টোকা দেওয়ার কাজটুকু করতে পারেননি। সমতার স্বস্তি নিয়ে বিরতিতে যায় প্রথমার্ধ জুড়ে রক্ষণাত্মক খেলা নেপাল। ৫৮তম মিনিটে মোহাম্মদ ইয়াসিরের বাড়ানো নিখুঁত ক্রসে একটু লাফিয়ে হেড করেছিলেন মানবির সিং। কিন্তু ঠিকঠাক হয়নি। বল ড্রপ খেয়ে গতি হারালে নেপাল গোলরক্ষক সহজেই ফেরান। ৭৬তম মিনিটে ছেত্রির হেড সরাসরি জমে যায় কিরণ চেমজংয়ের গ্লাভসে। অবশেষে ৮২তম মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায় ভারত।সতীর্থের ফ্রি কিকে ফারুক চৌধুরির হেড বাতাসে ভেসে থাকা অবস্থায় ছেত্রির সাইড ভলিতে পরাস্ত হন কিরণ।

তিন মিনিট পর অঞ্জন বিস্তার ডান পায়ের শট অল্পের জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে গেলে সমতার সুযোগ নষ্ট হয় নেপালের। শেষ দিকে সুমন আরিয়ালের পাসের নাগাল পাননি দুরের পোস্টে থাকা নবযুগ শ্রেষ্ঠা।

ফরোয়ার্ডরা চাপে আছে: সুফিল

তিন ম্যাচে বাংলাদেশের পাওয়া দুই গোল দুই ডিফেন্ডার তপু বর্মন ও ইয়াসিন আরাফাতের। ফরোয়ার্ডদের কেউ এখনও পাননি গোলের দেখা। এমন বাস্তবতায় মাহবুবুর রহমান সুফিলও মেনে নিলেন কিছুটা চাপে থাকার কথা। নেপালের বিপক্ষে হাফ-চান্সগুলো কাজে লাগানোর আশাবাদও জানালেন এই ফরোয়ার্ড। মালদ্বীপের রাজধানী মালের রাশমি ধান্দু স্টেডিয়ামে আগামী বুধবার বিকাল ৫টায় নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এ ম্যাচেই নির্ধারিত হবে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের এবারের আসরের ফাইনালে জামাল-সুফিলদের খেলা হবে কিনা। গত নভেম্বরে নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছিল বাংলাদেশ। প্রথমটি গোলশূন্য ড্রয়ের পর দ্বিতীয়টি নাবীব নেওয়াজ জীবন ও সুফিলের গোলে জিতেছিল দল। সাফের আগে কিরগিজস্তানের ত্রিদেশীয় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের মধ্যে কেবল কিরগিজস্তান অনূর্ধ-২৩ দলের বিপক্ষে ৩-২ ব্যবধানে হেরে যাওয়া ম্যাচে জোড়া গোল করেছিলেন সুমন রেজা। ওই ম্যাচের পর থেকে গোলের দেখা পাননি ফরোয়ার্ডরা। মালদ্বীপের বিপক্ষে হারের পর দুই দিন বিশ্রাম শেষে রোববার মালের হেনভেইরু মাঠে অনুশীলন সেরেছে দল। বাফুফের পাঠানো ভিডিও বার্তায় সুফিল জানিয়েছেন ফরোয়ার্ডদের অবস্থা। "যেহেতু ডিফেন্ডাররা প্রথম দুই ম্যাচে গোল পেয়েছেআমি মনে করি, অবশ্যই আমাদের ফরোয়ার্ডরা চাপে আছে। কোন ফরমেশনে খেলাবেন, কোচ সেটা চূড়ান্ত করেননি। বিভিন্ন পজিশনে খেলাচ্ছেন। সেখানে মানিয়ে নিতে পারলে হয়ত কৌশল বদলাবেন, না হলে আগের মতোই খেলবেন।" "আমি মনে করি, যেহেতু শেষ ম্যাচ ১৩ তারিখে। যদি হাফ চান্সও পাই, সেটা যেন কাজে লাগাতে পারি। ডিফেন্স, স্ট্রাইকার যারাই আছে, তারা যেন সুযোগ কাজে লাগাতে পারে।" ২০১৮ সালের সাফে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ ছিটকে গিয়েছিল নেপালের বিপক্ষে হেরে। গ্রুপ পেরুতে হলে সেই ম্যাচে জয়ের বাধ্যবাধকতা ছিল দলের। কিন্তু চাপে ভেঙে পড়ে দল। এবারও অনেকটা একই পরিস্থিতির মুখে বাংলাদেশ। তবে ডিফেন্ডার কাজী তারিক রায়হান জানালেন কোনো চাপ না নেওয়ার কথা। "জিততে হবে এ নিয়ে কোনো চাপ নিচ্ছি না। এটা থেকে বরং আমরা অনুপ্রেরণা নিচ্ছি ফাইনাল খেলার। আমরা শতভাগ আত্মবিশ্বাসী। আগেও বলেছি নেপাল ম্যাচের চ্যালেঞ্জ বাড়তি প্রেরণা হিসাবে নিচ্ছি।" "আশা করি, আমরা যেটা করতে চাই, ম্যাচে সেটা করতে পারব। নেপালের আক্রমণ আটকানোর পরিকল্পনা আমাদের আছে। আমরা একটা দল হয়ে ডিফেন্ড করি। তাদের আটকানোর কৌশল আমাদের জানা আছে।" সাত দিনে তিনটি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। টানা খেলার ক্লান্তি দুই দিনের বিশ্রামে দল ঝেড়ে ফেলেছে বলে জানালেন তারিক। "সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ দারুণ অভিজ্ঞতা। দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের সবচেয়ে আসর। অনেক মানুষ মাঠে খেলা দেখতে আসছে। এটা দারুণ অভিজ্ঞতা। দুই দিনের রিকভারি সতেজ অনুভব করছি। দলকে ভালো দেখাচ্ছে, সবাই সতেজ আছে।"

কাতারেই নেইমারের শেষ বিশ্বকাপ?

ক্লাব ক্যারিয়ারে তার সাফল্য অনেক। তবে ব্রাজিলের হয়ে বড় কোনো শিরোপা না জেতার আক্ষেপটা রয়েই গেছে নেইমারের। সেই লক্ষ্য পূরণে নিজেকে যেন সময় বেঁধে দিলেন তিনি। বললেন, কাতার বিশ্বকাপের পর হয়তো বৈশ্বিক এই আসরে আর দেখা যাবে না তাকে। ব্রাজিল দলে অভিষেকের পর থেকে দলটির পোস্টার বয় নেইমার। লম্বা সময় ধরে লাতিন আমেরিকার দেশটির আক্রমণভাগের মূল কাণ্ডারি তিনি। ১০৯ ম্যাচে ৬৯ গোল করে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের ইতিহাসে তিনি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা। কিংবদন্তি পেলের ৭৭ গোলের রেকর্ড ছাপিয়ে শীর্ষে যাওয়াটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু বড় টুর্নামেন্টে বার বার একরাশ হতাশা নিয়েই ফিরতে হয়েছে ২৯ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে। বিশ্বকাপ বা কোপা আমেরিকা, এখনও দেশের হয়ে বড় কোনো আসরে শিরোপার স্বাদ পাননি নেইমার। সম্প্রতি স্পোর্টস স্টিমিং সার্ভিস ডিএজেডএনকে 'নেইমার অ্যান্ড দা লাইন অব কিংস' নামের একটি ডকুমেন্টারি উপলক্ষে সাক্ষাৎকার দেন তিনি। সেখানেই বলেন, আগামী বছর কাতার বিশ্বকাপের পর হয়তো বৈশ্বিক আসরে আর দেখা যাবে না তাকে।

"আমার মনে হয়, এটাই (কাতার বিশ্বকাপ) আমার শেষ বিশ্বকাপ। আমি এটাকেই আমার শেষ বিশ্বকাপ ভাবছি। কারণ, আমি জানি না, (এর পর) খেলাটা চালিয়ে যাওয়ার মতো মানসিক শক্তি আমার আছে কি না।" "তাই নিজের সেরা অবস্থায় বিশ্বকাপে যেতে সম্ভাব্য সবই করব। আমার দেশকে জেতাতে, ছোটবেলা থেকে আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্নটা সত্যি করতে সবকিছুই করব। আশা করি, আমি এটা করতে পারব।" ব্রাজিলের সিনিয়র দলের হয়ে শুধু ২০১৩ কনফেডারেশন্স কাপই জিতেছেন নেইমার। এ ছাড়া ২০১৬ রিও অলিম্পিকের সোনা জিতেছেন তিনি অনূর্ধ-২৩ দলের হয়ে চলতি আন্তর্জাতিক বিরতিতে ব্রাজিল দলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের প্রথম ম্যাচে নিষেধাজ্ঞার কারণে খেলতে পারেননি সাবেক বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড। কলম্বিয়া ও উরুগুয়ের বিপক্ষে পরবর্তী দুই ম্যাচে তার খেলা প্রায় নিশ্চিত। নয় ম্যাচে শতভাগ সাফল্যে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের পয়েন্ট টেবিলে সবার ওপরে আছে তিতের দল।

আজ রাতে ফরাসি বিপ্লব থামাতে প্রস্তুত স্প্যানিশ আর্মাডা

মিলান, ১০ অক্টোবর (হি.স) : রবিবার উয়েফা নেশনস লিগ ফাইনালে স্পেনের মুখোমুখি ফ্রান্স। একঝাঁক তরুণ ফুটবলারদের নিয়ে দীর্ঘ ৯ বছর পর কোনও আন্তর্জাতিক খেতাব জয়ের সুযোগ রয়েছে স্প্যানিশ আর্মাডার সামনে।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালে ইউরো কাপে শেষ সাফল্যের মুখ দেখেছিল তারা। সেই দলের একমাত্র সদস্য হিসেবে রবিবার মাঠে নামবেন সের্গিও বুস্কেতস। বাকিদের ঝুলিতে খুব বেশি অভিজ্ঞতা নেই।

তবে সদ্য ইউরো জয়ী ইতালিকে সেমি-ফাইনালে হারানোর পর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী কোচ লুইস এনরিকে। পক্ষান্তরে, ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপের সাফল্য ধরে রেখেই রবিবার উয়েফা নেশনস লিগ ঘরে তুলতে মরিয়া দিদিয়ের দেশঁর দল। টুর্নামেন্টের সেমি-ফাইনালের আগে খুব একটা ছন্দে ছিল না ফ্রান্স। গত ৬ ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটিতে জয়ের মুখ দেখেছিল দেশঁ-ব্রিগেড। গত ম্যাচে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে দু''গোল হজম করেন গ্রিজম্যান-এমবাপেরা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে দুরন্ত কামব্যাক তাঁদের ফাইনালে তোলে। ফাইনালে স্পেনের পাসিং ফুটবল রুখতে আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হবে পোগবাদের।

কাতারের বিরুদ্ধে বড় জয় পর্তুগিজদের, দেশের জার্সিতে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড রোনাল্ডোর

লিসবন, ১০ অক্টোবর (হি.স) : বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচের আগে কাতারের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রস্তুতি সেরে নিল পর্তুগাল। রোনাল্ডো, ফন্টে ও সিলভার গোলে কাতারকে ৩-০ গোলে হারায় ফার্নান্দো সান্তোষের দল।

রবিবার ম্যাচের শুরু থেকেই কাতারের দুর্গে একের পর এক আক্রমণ শানাতে থাকে। পর্তুগাল অষ্টম মিনিটে পায় প্রথম সুযোগ পায়। তবে তা রুখে দেন কাতার গোলরক্ষক। ৩৫ মিনিটে একটি দারুন সুযোগ মিস করেন রোনাল্ডো। তবে এর ঠিক ২ মিনিট পরেই গোল পান পর্তুগিজ সুপারস্টার। এই গোলের ফলে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতা রোনাল্ডোর দেশের হয়ে গোলসংখ্যা দাঁড়াল ১১২টি। গত মাসে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে ভেঙে দেন আলী দাইয়ের গড়া সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড। ওই ম্যাচেই হলুদকার্ড দেখায় দুই ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি।

দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য রোনাল্ডোকে তুলে নেয় পর্তুগিজ কোচ। ৪৮ মিনিটের মাথায় ব্যবধান বাড়ান ফন্টে। এরপর একের পর এক সুযোগ পেলেও গোল তুলতে পারেনি পর্তুগাল। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে গোল করে তৃতীয় গোলটি করেন সিলভা। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ইউরোপীয়ান জোনের ম্যাচে আগামী মঙ্গলবার লুক্সেমবার্গের মুখোমুখি হবে পর্তুগাল। পাঁচ ম্যাচে চারটি জয় ও একটি ড্রয়ে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে "এ" গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে আছে সান্তোসের দল।

বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে মুলারের গোলে দুরন্ত জয় জার্মানির

হামবুর্গে, ১০ অক্টোবর (হি.স) : অবশেষে জাতীয় দলের জার্সিতে গোল করলেন থোমাস মুলার। ২০১৭-র পরে প্রথমবার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে পিছিয়ে পড়েও রোমানিয়াকে ২-১ হারাল জার্মানি। এই জয় কাতারে মুলারদের খেলা অনেকটাই নিশ্চিত করল। পরের ম্যাচে উত্তর ম্যাসিডোনিয়াকে হারালেই জার্মানি যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। অবশ্য একইসঙ্গে রোমানিয়াকে অন্তত ড্র করতে হবে আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে।

হামবুর্গে খেলার ন'মিনিটেই রোমানিয়ার ইয়ানিস হাজি ১-০ করে দিয়ে চমকে দেন। রেঞ্জার্সের এই মাঝমাঠের ফুটবলার অ্যান্টোনিয়ো রুডিগারের পায়ের ফাঁক দিয়ে বল বার করে অসাধারণ গোল করে আসেন। এ ক্ষেত্রে বিশেষ কিছুই করার ছিল না জার্মান গোলরক্ষক মার্ক আন্দ্রে টের স্টেগানের। দ্বিতীয়ার্ধে গোল শোধ করেন স্যাজ নাব্রি। বক্সের বাইরে থেকে মারা একটা নিখুঁত শটে। দেশের হয়ে ৩০টি ম্যাচে ২০টি গোল করে ফেললেন নাব্রি। জার্মানি জয়ের গোল পায় ৮১ মিনিটে। পরিবর্ত হিসেবে নামা মুলার ২-১ করেন লিয়ন গোরেতজস্কার পাস থেকে।

হাইলাকান্দির তিনটি বিধানসভা এলাকায় হবে একটি করে মিনি স্টেডিয়াম

হাইলাকান্দি (অসম), ১০ অক্টোবর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার কৈয়া চা বাগানে একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে। পাশাপাশি জেলার তিনটি বিধানসভা আসনের প্রত্যেকতে একটি করে মিনি স্টেডিয়ামও নির্মাণ করা হবে। হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র গ্রামোন্নয়ন যোজনার অধীনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার মাঠ উন্নয়ন প্রকল্পগুলির রিভিউ মিটিংয়ে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

জেলা উন্নয়ন কমিশনার (ডিডিসি) রঞ্জিত কুমার লস্করের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত শেষ করতে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সভায় জানানো হয়েছে, কাটলিছড়া বিধানসভা ক্ষেত্রের রূপাছড়া এবং হাইলাকান্দি বিধানসভা এলাকার কুচিলায় মিনি স্টেডিয়ামের স্থান নির্ধারিত হলেও আলগাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মিনি স্টেডিয়ামের স্থান এখনও নির্ধারণ করা হয়নি।

সভায় স্টেডিয়ামগুলির অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ, রোডের উপর থেকে এপিডিসিএলের বৈদ্যুতিক লাইন ইত্যাদি সরিয়ে নিতে উপস্থিত বিভাগীয় আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সভায় আরও জানানো হয়েছে, জেলায় একটি সুইমিং পুলও নির্মাণ করার প্রস্তাব রয়েছে। সভাপতির ভাষণে ডিডিসি রঞ্জিত লস্কর সরকার অগ্রিম ফান্ড মঞ্জুর করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে অর্পণ করা সত্ত্বেও কাজগুলি সম্পন্ন না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করে অবিলম্বে কাজ শেষ করতে বলেন।

উল্লেখ্য, রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ থেকে জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির খেলার মাঠের উন্নয়নের জন্য এই প্রকল্পগুলির মঞ্জুর করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / অনীশ / সমীপ

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রবিবার আগরতলায় বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের উদ্যোগে ধন্যবাদ র‍্যালীতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

জনজাতি সম্প্রদায়ের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। বিলোনীয়ার শচীন দেববর্মণ অডিটোরিয়ামে আজ সোসাইটি ফর ওয়েলফেয়ার অব মগ স্টুডেন্টস এর উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক 'পঞ্চদশ মেরিট অ্যাওয়ার্ড এন্ড ফ্রেশার্স মিট ২০২১" অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আগরতলা বেনুবন বিহার বুদ্ধমঠের অধ্যক্ষ ভেনারেবল চন্দ্রসুরিয়া। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, প্রতিটি জাতির নিজস্ব ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি রয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি জনজাতি সম্প্রদায়ের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধিত করলে তা অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদেরও পড়াশুনার প্রতি উৎসাহি করে। অনুষ্ঠানে বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক বলেন, ধর্ম আমাদের সঠিকভাবে পথ চলার দিশা দেখায়। মগ সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। তারা আগামীদিনে সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মগ সোসিও কালচারেল অর্গানাইজেশনের সভাপতি সুচালা মগ ও সোসাইটি ফর ওয়েলফেয়ার অব মা স্টুডেন্টস-এর সভাপতি অংকিয়াচিং মগ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রাহুল মগ। অনুষ্ঠানে ২০২১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মগ সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ১০জন মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ ১০ জন সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তাছাড়া এবছর মগ সম্প্রদায়ের যেসকল ছাত্রছাত্রী মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে তাদের হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মগ সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে বন্যপ্রাণী সপ্তাহ সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয় সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে। শুক্রবার বিকাল তিনটায় বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব ও বন দপ্তরের মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ দেববর্মা। এছাড়া ছিলেন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, পিসিসিএফ ড: ডিকে শর্মা। বন্যপ্রাণী উদযাপনের সমাপ্তি দিনে সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে ত্রিপুরা এন এল সি এর অধীনে অর্কিডেরিয়াম এবং ফানারিয়ামের ফিতা কেটে শুভ সূচনা করেন রাজ্যের রাজস্ব ও বনদপ্তের মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। অতিথিরা অকিডেরিয়াম এবং ফানারিয়াম ঘুরে দেখেন। এরপর রাজ্যভিত্তিক বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উদযাপন এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। রাজ্য ভিত্তিক বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উদযাপন এর সমাপ্তি দিনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন সাইকেল রেলি, ফটোগ্রাফি এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। অনুষ্ঠানে সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে প্রচার পোস্টার প্রকাশ করেন রাজ্যের বন মন্ত্রী। স্থানীয় শিল্পীরা সঙ্গীত,নৃত্য পরিবেশন করেন।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাজ্যের সমস্ত অংশের কৃষকদের কাছে এ সমস্ত কর্মসূচির সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এর সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের কৃষকগণও। আজ মোহনপুর পুরপরিষদের উদ্যোগে এবং মোহনপুর মহকুমা প্রশাসন ও ত্রিপুরা কৃষি মহাবিদ্যালয়ের সহযোগিতায় 'আমার সব্জি বাগান" অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, কৃষকদের আত্মনির্ভর করে তোলার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। মোহনপুর পুরপরিষদ এলাকায় 'আমার সব্জি বাগান" কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে চাষযোগ্য সমস্ত জমিকে ব্যবহার করা।

এই কর্মসূচিতে পুরপরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে ৪০ জন করে ৬০০ জনকে সহযোগিতা করা হবে।অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্যের উন্নয়নে জনগণকেও অংশীদার হতে হবে। সরকারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত। সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর পুরপরিষদের উপমুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক রিমি দেববর্মা। অনুষ্ঠানে পুরপরিষদ এলাকার কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে লাউ, সীম, কুমড়া, মরিচ, পালং, মূলা, ধুন্দুল, বরবটি, ঢেঁড়শ, টমেটো, বেগুন, ফুলকপি, বাধাকপি, শসা ও ক্যাপসিকামের বীজ ও চারা দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে ৬০০ জন সুবিধাভোগী ও স্বসহায়ক দলের ১০০ জন উপকৃত হয়েছেন। অনুষ্ঠানে কৃষি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড় ত্রিদীপ ভট্টাচার্য, ড় নীলাদ্রি পাল সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বস্তি করোনা পরিসংখ্যানে, ২৪ ঘণ্টায় দেশে আক্রান্ত ২০ হাজারের কম

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি.স) : উৎসবের মরশুমে দেশের দৈনিক করোনা পরিসংখ্যানে বড় সড় স্বস্তি। পর পর দু'দিন দেশের করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২০ হাজারের নিচে। লাগাতার আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও সুস্থতার হারে তেমন পরিবর্তন হচ্ছে না। যার ফলে প্রায় প্রতিদিনই কমছে অ্যাকটিভ কেস। তবে, এসবের মধ্যে সামান্য অস্বস্তির কারণ হিসাবে উঠে আসছে মৃত্যুর সংখ্যাটা।

রবিবার সকালে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৮ হাজার ১৬৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যা আগের দিনের থেকে অনেকটাই কম। এদিকে দেশে একদিনে কোভিড-১৯-এ প্রাণ হারিয়েছেন ২১৪ জন। যা নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। দেশে এখনও পর্যন্ত করোনার বলি ৪ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৮৯ জন।

দৈনিক সংক্রমণের পাশাপাশি গত ২৪ ঘণ্টায় স্বস্তি দিয়েছে করোনার অ্যাকটিভ কেসও। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে দেশে করোনায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৯৭১ জন। যা গত কয়েক মাসে সর্বনিম্ন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ৭১ হাজার ৯১৫ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ২৩ হাজার ৬২৪ জন।

কোভিড রুখতে টিকাকরণকেই প্রধান অস্ত্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে মোট ৯৪ কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশি মানুষ করোনার টিকা পেয়েছেন। কেন্দ্রের টার্গেট নবরাত্রি শেষ হওয়ার আগেই ১০০ কোটি মানুষকে টিকার আওতায় আনা।

গর্জিতে উদ্বোধন পেট্রোল পাম্পের খুশি স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ অক্টোবর।। বিধায়কের হাতধরে গর্জি বি আর পেট্রোল পাম্পের পথ চলা শুরুহলো। গোমতী জেলার গর্জী বাজারে বিগতদিনে কোনোপ্রকার পেট্রোলপাম্প ছিলোনা। বর্তমানে এই এলাকায় উত্তম নন্দির প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে বি আর পেট্রোল পাম্প। রবিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এই পেট্রোলপাম্প সকলের জন্য উন্মুক্ত করেদেওয়াহয়। ফিতাকেটে এই পেট্রোল পাম্পের শুভ উদ্ভোধন করলেন বিধায়ক বিপ্লব ঘোষ। উদ্ভোধকের পাশাপাশি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বি আর পেট্রোল পাম্পের কর্নধার উত্তম নন্দী সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতে গিয়ে বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং জানান টাকা থাকলে পেট্রোল পাম্পের মালিক হোওয়াযায়না। লটারির মাধ্যমে পেট্রোলপাম্প দেওয়াহয়। তিনিজানান এই পেট্রোলপাম্পের লটারিতে তিনিও অংশগ্রহন করেছেন কিন্তু সফল হননি। অপরদিকে বিধায়ক বিপ্লব ঘোষ পেট্রোলপাম্প চলারক্ষেত্রে এলাকাবাসীর সহযোগীতা কামনা করেছেন। তিনি জানান বিগতদিনে কিছু সংখ্যক লোকজনের মিথ্যা অপবাদে উদয়পুরের একটি পেট্রোলপাম্প কিছুদিন বন্ধছিলো ও পেট্রোলপাম্পের মালিককে হেনস্তার শিকারহতেহয়েছে।

সাতসকালে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কর্ণাটক, রিখটার স্কেলে মাত্রা ৩.৪

বেঙ্গালুরু, ১০ অক্টোবর (হি.স) : রবিবার সাতসকালে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কর্ণাটক। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি সূত্রে খবর রবিবার ভোর ছটা নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয় কর্নাটকের গুলবর্গা অঞ্চলে। রিখটার স্কেলে এই ভূকম্পের মাত্রা ছিল ৩.৪।

ভূকম্পের গভীরতা ছিল মাটির নিচে ১০ কিলোমিটার। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। শনিবারও ভূকম্প অনুভূত হয় অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে। উত্তর-পূর্ব ভারতের ওই রাজ্যে ভূকম্পের মাত্রা ছিল ৩.৬।

সাধারণত উত্তর-পূর্বে ও উত্তর ভারত ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। তাই প্রায়শই ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটে থাকে। কাশ্মীর সিকিম উত্তরবঙ্গের মতো এলাকাগুলিতে মাঝেমধ্যেই ভূমি কম্পন অনুভূত হয়।সম্প্রতি শিলিগুড়িতেও হালকা ভূমিকম্প অনুভূত হয়। কিন্তু এবার দক্ষিণ ভারতে ভূমিকম্প অপ্রত্যাশিত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা করতে বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। গ্রামের আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলোর বাড়তি আয়ের এর লক্ষ্যে সরকারিভাবে হাঁস এবং মোরগ বিতরণ করা হচ্ছে। বিশালগড় আর ডি ব্লকের পাথালিয়া দুয়ার এবং ভাটিবাড়ি এডিসি ভিলেজের ৬২ টি পরিবারকে দশটি করে মোরগের বাচ্চা এবং বাঁশের তৈরি খাঁচা প্রদান করা হয়।

মোদীর কেন্দ্রে প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি.স) : উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে লখিমপুর খেরিতে কৃষক হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যোগী সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদ সোচ্চার হচ্ছে কংগ্রেস। রবিবার বারাণসীতে প্রতিবাদ সমাবেশ কিষাণ ন্যায় পদযাত্রাতে যোগ দেবেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। বারাণসী থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

লখিমপুর খেরির ঘটনায় এবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের দ্বারস্থ হচ্ছে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর (হি.স) : লখিমপুর খেরির ঘটনায় এবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের দ্বারস্থ হতে চলেছে কংগ্রেস। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চেয়েছে। রাষ্ট্রপতির কাছে বিস্তারিত তথ্য পেশ করবেন কংগ্রেস নেতারা। লখিমপুরকাণ্ডের তদন্তে প্রথম থেকেই পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনায় অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছেলেকে শনিবার রাতে গ্রেফতার করল পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের প্রায় ১২ ঘণ্টা পর পুলিশ ঘোষণা করেছে, লখিমপুর হিংসাকাণ্ডে জড়িত থাকার অপরাধে আশিস মিশ্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লখিমপুরের ঘটনার পর থেকেই আশিস মিশ্রকে গ্রেফতার করার দাবি উঠতে থাকে নানা মহল থেকেই। লখিমপুর খেরিতে কৃষকদের গাড়ি চাপা দিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

জঙ্গিদের খোঁজে কাশ্মীরের ঘরে ঘরে সেনার তল্লাশি, পাঁচশোর বেশি আটক

শ্রীনগর, ১০ অক্টোবর (হি.স) : জম্মু-কাশ্মীরে পর পর বেশ কয়েকজন সাধারণ মানুষকে টার্গেট করেছে সন্ত্রাসীরা। নিরাপত্তারক্ষী এবং ভারতকে আঘাত করতে জঙ্গি সংগঠনগুলোর এবার টার্গেট নিরস্ত্র সাদারণ মানুষ। তাদের সেই ষড়যন্ত্রকে নষ্ট করতে বদ্ধপরিকর দেশের নিরাপত্তা বাহিনী। সূত্রের খবর, জম্মু-কাশ্মীরে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করেছে সেনা। কার্যত ঘরে ঘরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। কাউকে সন্দেহ হলেই আটক করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত উপত্যকায় মোট ৫৭০ জনকে আটক করেছে সেনা। যাদের ৭০ জন যুবক। অভিযোগ, জম্মু-কাশ্মীরে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে আটক ব্যক্তিরা।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ২৩ তম শহীদ দিবস পালন করেছে সিপিআইএমএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ অক্টোবর।। ১৯৯৮ সালের ৮ অক্টোবর জোলাইবাড়ি বাজারে সিপিআই(এমএল) এর নেতা বীরচন্দ্র ত্রিপুরা এবং কর্মী হরেন্দ্র ত্রিপুরাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে জাতিগত সাম্প্রদায়িক ভিড় হিংসার শিকার বানিয়ে গণহত্যার আজও বিচার হয়নি।রাজনৈতিক দুবৃত্তায়নের সর্বোচ্চ রূপ ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে আজ রাজ্যে ২৩ তম শহীদ দিবস পালন করেছে সিপিআই(এম এল)।

৮ ই অক্টোবর, ২০২১ ইং আজ শহীদ কমরেড বীরচন্দ্র ত্রিপুরা ও কমরেড হরেন্দ্র ত্রিপুরাকে আমরা স্মরণ করেছি। বিলোনীয়াতে, উদয়পুরে, ধর্মনগরে ও পাঁচটি জেলায় আমরা অমর শহীদদের স্মরণ করি। বিলোনীয়া মহকুমার চিত্তামারাতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সম্পাদক কমরেড বাবুল পাল, এআইকেএম -এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড মানিক পাল শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। উদয়পুরে রাজ্য সম্পাদক, জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল রায় মাল্যদান করেন। ধর্মনগরে জেলা সম্পাদক কমরেন সুবিরজিৎ সিনহা, প্রবীণ কমরেড মানকুমার সিনহা মাল্যদান করেন এবং স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন। কারণ তাঁরা এক অসাম্প্রদায়িক, ঐক্যবদ্ধ, শোষনহীন ও সাম্যবাদি সমাজ গড়ার জন্য কাজ করতে নিজেদেরকে দায়বদ্ধ করে তুলেছিলেন। অর্থনৈতিক চরম দারিদ্র তাদেরকে থামিয়ে দিতে পারেনি। বামফ্রন্টের পাইয়ে দেওয়ার সুবিধার রাজনীতি তাঁরা বর্জন করেছিলেন। বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের দিশায় তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের এই অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা আজ অঙ্গীকার করব। হুরুয়ার বীর সপ্ত শহীদ কমরেড গোবিন্দ তেলিরা, কমরেড শঙ্খহরি জমাতিয়া, কমরেড বেলাসাধন জমাতিয়া এবং কমরেড মোহনসিং জমাতিয়ার আত্মত্যাগ আজও আমাদের সমানভাবে উদ্বুদ্ধ করে।

১৯৯৮ সালের ৮ ই অক্টোবর। বিকালবেলা।কমরেড বীরচন্দ্র ত্রিপুরা ও কমরেড হরেন্দ্র ত্রিপুরাকে জোলাইবাড়ি বাজারে সিপিএমের স্থানীয় একাংশ নেতৃত্বের প্ররোচনায় পরিকল্পিতভাবে তীব্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের শিকার বানিয়ে ভিড়হিংসায় নৃশংসভাবে খুন করা হয়। অনেকদিন যাবৎ জনজাতিদের জোলাইবাড়িতে আসা বন্ধ ছিল। দেবদারু বাজারের পর যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল। পূর্ব পিলাক যেতে হলে আমাদের পার্টি নেতাদের অনেক ঘুরে যেতে হত। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে। ঐদিন পারিবারিক প্রয়োজনে তাঁরা পূর্ব পিলাক নিজের গ্রাম থেকে ৭/৮ কিমি দূরে জোলাইবাড়ি বাজারে এসেছিলেন। বাজারে এসে তাঁরা দুজনে আঁচ করতে পারেন যে পরিবেশ পরিস্থিতি ভালো নয়। কারণ তখন রাজ্যে চারিদিকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বেড়েছে। মিশ্র বসতি অঞ্চলে জাতি ও উপজাতিদের মধ্য সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে। কিছুদিন আগে নিজ বাড়িতে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে খুন হন সিপিএমের দুর্দন্ডপ্রতাপ স্থানীয় নেতা অনিল বৈদ্য। জোলাইবাড়িতে তখন চরম উত্তেজনা। সিপিএম বদলা নিতে চাইছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।